ব্রিটেনে পুত্র সন্তানদের নামা রাখায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে 'মুহাম্মদ'

সারে-জমিন

মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের কালা দিবস উদযাপন

রূপসী বাংলা

ওয়াকফ সম্পত্তি কবজা করে দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্ত বিজেপির?

সম্পাদকীয়

এসআইও-র নয়া রাজ্য সভাপতি ইমরান

সাধারণ

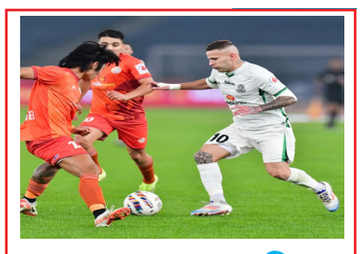

অসংখ্য সুযোগ মিস করে আবার হার মহামেডানের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৭ ডিসেম্বর, ২০২৪
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৪ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 330 ■ Daily APONZONE ■ 7 December 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বারাণসীর কলেজ চত্বরের মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে দেওয়া হল না

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের বারাণসীর উদয় প্রতাপ কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে অবস্থিত মসজিদে গেরুয়া বাহিনীর তাণ্ডবে শুক্রবার জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বলা হয়, সেখানে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল, তবুও গেরুওয়া পতাকাধারী ছাত্ররা মসজিদে নামাজ পড়তে দেয়নি। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কলেজ প্রশাসন মসজিদে জুমার নামাজের অনুমতি দিয়েছিল। কলেজের গেটে বিপুল সংখ্যক পুলিশও উপস্থিত থাকলেও ব্যারিকেড ভেঙে কলেজে প্রবেশ করার চেষ্টা করে গেরুয়াধারীরা। কিছু ছাত্র মসজিদের কাছে 'হনুমান চালিসা' পাঠ করতে থাকলে নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের বাধা দেয়। এর ফলে এই প্রথম এই কলেজের মধ্যে থাকা মসজিদে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হল না। যদিও কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, মসজিদটি দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিদ্যমান এবং সম্প্রতি ২০১২ সালে দু'বার সংস্কার করা হয়।

আর জি কর কাণ্ডের বিচার চলাকালীন স্বস্তির বার্তা

জয়নগর ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা পকসো আদালতের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকার মহিষমারি এলাকায় চতুর্থ শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে নজিরবিহীন রায় দিল বারুইপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা (পকসো আদালত)। এদিন অভিযুক্ত মুস্তাকিন সরদারকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন বারুইপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা (পকসো আদালত) এর বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে, নির্যাতিতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার মহিষমারি এলাকায় দশ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের পর তাকে খুন করার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।তা নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে। অভিযুক্ত ১৯ বছরের যুবক মোস্তাকিন সর্দারকে ফাঁসি দেওয়ার দাবি ওঠে তার এই অপকর্মের জন্য।

সেসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন, দ্রুত ঘটনার তদন্ত এবং বিচার হবে। সেই ঘটনায় ৬১ দিনের মাথায় দোষী সাব্যস্ত হল অভিযুক্ত। সেই সঙ্গে তার ফাঁসির সাজা ঘোষণা হল। যা পশ্চিমবাংলায় বিচারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিরলতম।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে বলে, এই মামলার বিচার খুব অল্প সময়ের

মধ্যে শেষ হয়েছে যেখানে ৩৬ জন সাক্ষী ছিলেন। এই ঘটনাকে একেবারে বিরলও বলা যাবে না, আবার বিরল নয় সেটাও বলা যাবে না। এধরনের ঘটনা সমাজে ঘটেই চলেছে। বিচারক অভিযুক্তর কাছে তার কোনও বক্তব্য আছে কিনা জানতে চাইলে সে বলে, আমি ছাড়া বাবা মায়ের কেউ নেই। বাবা অসুস্থ। আমি ছাড়া কেউ দেখার নেই। যদি পারেন আমাকে মাফ করবেন। তার আইনজীবীও বলেন, অভিযুক্তর বাবা অসুস্থ। বাড়িতে রোজগারের কেউ নেই। পড়াশুনা শেষ না করে কাজ শুরু করেছে। বয়স কম। ওর বয়স বিবেচনা করে আইনত ওকে শুধরে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হোক কারাগারে। কিন্তু বিচারক তা মানতে চাননি। গত অক্টোবর মাসে এই ঘটনার তদন্তে 'সিট' (বিশেষ তদন্ত দল) গঠিত হয় বারুইপুর পুলিশ জেলার এস.পি পলাশ ঢালির নেতৃত্বে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে পেশ করা হয় তথ্য প্রমাণ সম্বলিত চার্জশিট। মামলায় স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত করা হয় আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে। বিচার শুরু হয় ৫ নভেম্বর। মাত্র ২১ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয় বিচারপ্রক্রিয়া। শুক্রবার মামলার রায় দিয়েছেন বারুইপুর জেলা এবং দায়রা আদালতের অধীন 'পকসো' 'কোর্টের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভিযুক্ত মোস্তাকিন সর্দারকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন। এত কম সময়ের মধ্যে এই রায় দেওয়ার ঘটনা প্রায় নজিরবিহীন। কারণ, প্রায় একই সময়ে আর জি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি উঠলেও এখনও বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত। যদিও আর জি কর কাণ্ডের ন্যোয় বিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা গড়ায়। তারপরও যেভাবে তদন্ত চলছে তাতে কবে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আদালতের রায় ঘোষণার পরপরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্যাতিতার ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য পুলিশ ও প্রসিকিউশনকে অভিনন্দন জানান। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে এ ধরনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও মৃত্যুদণ্ড রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই অসামান্য সাফল্যের জন্য আমি রাজ্য পুলিশ এবং প্রসিকিউশন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

যদিও নির্যাতিতার বাবা আগেই বলেছিলেন, বিরলতম শাস্তি এই ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত। পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে। এখন আমাদের একটাই দাবি, মৃত্যুদণ্ড। তবেই আমার সন্তানের আত্মা শান্তি পাবে। অবশেষে বিচারক সেই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে আদালতের এমন নজিরবিহীন রায়ে খুশি বারুইপুর পুলিশ জেলা। বারুইপুর পুলিশ জেলার ফেসবুক পেজে ঘটনার বিষয়ে একটি পোস্টও করা হয় 'জাস্টিস ফর জয়নগর!

সুযোগ পেলে 'ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব দিতে রাজি: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বিরোধী আইএনডিআইএ ব্লকের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সুযোগ পেলে তিনি জোটের দায়িত্ব নেবেন। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে গিয়ে বিরোধী ফ্রন্ট চালানোর দ্বৈত দায়িত্ব সামলাতে পেরেছেন তিনি। বাংলা নিউজ চ্যানেল নিউজ ১৮ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি শুধু বলব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।

আমি ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছিলাম, এখন এটি পরিচালনা করার দায়িত্ব ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেওয়া। তারা যদি অনুষ্ঠান চালাতে না পারে, তাহলে আমি কী করতে পারি?

শক্তিশালী বিজেপি বিরোধী শক্তি হিসাবে তাঁর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন ইন্ডিয়া জোটের দায়িত্ব নিচ্ছেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে আমি 'ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব দিতে রাজি। মমতার কথায়, আমি বাংলার বাইরে যেতে চাই না, কিন্তু এখান থেকে চালাতে পারি। বিজেপিকে রুখতে গঠিত ইন্ডিয়া জোটে দুই ডজনেরও বেশি বিরোধী দল রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য ও সমন্বয়হীনতা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

কয়েকদিন আগেই তার দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেস এবং আইএনডিআইএ জোটের অন্যান্য শরিকদের তাদের অহংকার দূরে সরিয়ে রেখে মমতা কে বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, বিজেপি মহারাষ্ট্রে একটি চমকপ্রদ ফল করেছে, যা দলের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন মহাযুতি জোটকে ভূমিধস বিজয় এনে দিয়েছে। অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোট ঝাড়খণ্ডে শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন করেছে, জেএমএমের দর্শনীয় প্রদর্শনের দ্বারা চালিত। কংগ্রেস তার পরাজয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল, মহারাষ্ট্রে তার সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স করে এবং ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতাসীন জেএমএমের লঘু অংশীদার হিসেবে থাকে।

ফলে কংগ্রেসের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে বরে মনে করছেন মমতা। অন্যদিকে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ বিক্ষোভের মতো বিতর্ককে কেন্দ্র করে বিরোধীদের প্রচার সত্ত্বেও বিজেপিকে পরাজিত করে তৃণমূলের সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে জয় পশ্চিমবঙ্গে দলের আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করেছে।

সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট, তার সহযোগী সিপিআই (এমএল) লিবারেশন এবং কংগ্রেস, জাতীয় স্তরে তৃণমূলের জোটসঙ্গী কংগ্রেস, সকলেই বড় ধাক্কা খেয়েছে, তাদের প্রার্থীরা তাদের জামানত হারিয়েছেন। কংগ্রেস ইন্ডিয়া বৃহত্তম দল হওয়ায় প্রায়শই জোটের ডি ফ্যাক্টো নেতা হিসাবে বিবেচিত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস ক্রমাগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোটের লাগাম ধরার পক্ষে সওয়াল করেছে।

অন্যদিকে, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কেউ আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এর মধ্যে রাজনীতি ছিল। সবাইকে বলছি না। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এর পিছনে ষড়যন্ত্র ছিল। প্রথম প্রথম আমরা অনেকেই কিছু বুঝতে পারি না। ঠিক যেমন, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝি না। এটা বিচারাধীন বিষয়, তাই বেশি কিছু বলব না। আমি নির্যাতিতার বাবা-মাকে বলেছিলাম, এক মাস সময় দিন। কিন্তু তাঁদের নানা রকম বোঝানো হয়েছিল।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

বাংলাদেশের পণ্য সামগ্রী বয়কটের ডাক হিন্দু মহাসভার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা এবং সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ও মডারেট মুসলমানদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ইতিপূর্বেই ভারতে চিকিৎসা করতে আসা বাংলাদেশিদেরকে সামাজিক ভাবে বয়কটের দাবি জানিয়েছিল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। এবার তারা বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে। হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে মানিকতলা মোড়, গিরিশ পার্ক ক্রসিং, কলকাতা হাইকোর্ট সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় দোকান থেকে বাংলাদেশি পণ্য প্রোডাক্ট কিনে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে এবং কুকুরকে খাইয়ে দিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানাল তারা। সেই সাথে পথচলতি মানুষ এবং বিভিন্ন দোকানে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে তারা আবেদন করলো যেন তারা বাংলাদেশি সংস্থার সমস্ত প্রোডাক্ট সম্পূর্ণভাবে বয়কট করে ও স্বদেশি প্রোডাক্ট বিক্রি করে।

পাচারের আগে উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পাচারের আগে উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে আনা নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ গুলি ট্রেন থেকে উদ্ধার হয়। শুক্রবার সকালে বালুরঘাট-শিয়ালদা ট্রেন থেকে এই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ গুলি উদ্ধার করে বালুরঘাট জিআরপি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে বালুরঘাট জিআরপি থানার ওসি দিলীপ মাহাতো জানান, 'শিয়ালদা-বালুরঘাট ট্রেনে আনা হচ্ছিল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ গুলি। সেগুলিকে বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ গুলোকে উদ্ধার করা হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাসুবাটিতে কালা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: শুক্রবার বাবরি মসজিদ শহীদ স্মরণে কালা দিবস পালন করা হল বাসুবাটি দরবার শরীফের পক্ষ থেকে। শতাধিক লোককে নিয়ে একটি পদযাত্রাও হয়। উপস্থিত ছিলেন গদ্দিনশীন সৈয়দ আহসানুল ইসলাম ও সৈয়দ তাজুল ইসলাম সাহাব ও পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম সম্পাদক সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফি জামায়াতের উদ্যোগ অনুষ্ঠিত হয়। হাজির ছিলেন পীরজাদা সৈয়দ এমদাদুল ইসলাম, সৈয়দ হামিদুল ইসলাম, সৈয়দ এজাজুল ইসলাম প্রমুখ।

পুকুর সংস্কারের নামে ভরাটের অভিযোগ মালদার চাঁচলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: অদ্ভুত কান্ড, পুকুর সংস্কারের নামে ভরাটের অভিযোগ। মাটি মাফিয়াদের দাপটে চলছে রাতের অন্ধকারে পুকুর পাড়ে ট্রলি মাটি ভরাটের কাজ ।যে কোনো মুহূর্তে জলাশয় ভরাট হয়ে চলে যেতে পারে মাটি মাফিয়াদের দখলে । এই আশঙ্কায় মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করল এলাকাবাসীর একাংশ। চাঁচল সদর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।চাঁচল সাপ্তাহিক হাটের পাশে শান্তি মোড়ে রয়েছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়।যেটি একসময় ওই এলাকার মানুষের কাছে মাছ চাষ থেকে শুরু করে ব্যবহারের একমাত্র জলাশয় ছিল। যদিও সেটি ব্যক্তি মালিকানাধীন।কিন্তু অভিযোগ সম্প্রতি কয়েকদিন ধরে পুকুরের মালিক পুকুর সংস্কারের নামে রাতের অন্ধকারে ট্রলির পর ট্রলি মাটি পুকুর পাড়ে ফেলছেন। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে পুকুর ভরাটের চক্রান্ত হচ্ছে। যেটা পরবর্তীতে প্লট করে বিক্রি করে দেওয়া হবে। এই নিয়ে এলাকার মানুষ চাঁচলের মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রের খবর জলাভূমি ভরাট কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ভরাটের কাজ হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এলাকার মানুষের দাবি কোন অবস্থাতেই পুকুর তারা ভরাট হতে দেবেন না। যদি মাটি ফেলা বন্ধ না হয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

ফের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জলঙ্গি সভাপতি নিযুক্ত হলেন মিরাজুল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পুনরায় মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার জলঙ্গী ব্লকের দক্ষিণ জোনের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নিযুক্ত হলেন তৃণমূলের দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা মিরাজুল সেখ মিনা।শুক্রবার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে জেলার সমস্ত ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণার পাশাপশি সভাপতিদের হাতে সভাপতির নিয়োগ পত্র তুলে দেন জেলা সভাপতি।

সূত্রে জানা যায় ২০১২ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্ব সামলিয়ে আসছেন মিরাজুল সেখ মিনা,পুনরায় তার উপর ভরসা রেখেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,রাজ্যর নির্দেশে শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা দলীয় কার্যালয়ে জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন।

এদিন পুনরায় দল মিরাজুল সেখ মিনা কে ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্ব দিয়েছেন।

পুনরায় সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ায় সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেনের পাশাপশি জেলা সভাপতি কে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি বলেন দল আমার উপর ভরসা রেখে পুনরায় আমাকে দলের গুরুত্ব পূর্ণ পদে বসিয়েছ আমি আমার সর্বত্র দিয়ে দলের সার্বিক উন্নতি করার চেষ্টা করব।

শিলাবতী নদীর ভাঙনে সিমলাপালের গ্রাম

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শিলাবতী নদীর ভাঙ্গনের মুখে সিমলাপালের আঁকড়-সাইড়ি সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। আর এই নদী ভাঙ্গনের পিছনে নদী গর্ভ থেকে ধারাবাহিকভাবে বালি উত্তোলনই দায়ি বলে ওই এলাকার মানুষের দাবি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলাবতী নদীর তীরে সিমলাপালের আঁকড় সহ সাইড়ি, পুইপাল, নতুনগ্রাম, রঘুনাথপুর, মাদারিয়া, ঝমকা, বাগান, পিঠাবাকড়া, পুটিয়াদহ, জামবনী সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। বিগত বছর ধরে নদী ভাঙ্গনের ফলে চরম সমস্যায় ওই এলাকার মানুষ। ইতিমধ্যে সাইড়ি ও আঁকড় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী অংশের রাস্তার একাংশ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। দূর্ঘটনা রোধে তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে রেখেছেন বলে গ্রামবাসীদের তরফে দাবি করা হয়েছে। ওই ঘটনার পিছনে শাসক তৃণমূলের কাটমানি ও তাদের দূস্কৃতিরা ছাড়াও প্রশাসনের একাংশ দায়ী বলে দাবি বিরোধী দলের।

মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের কালা দিবস উদযাপন কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও কালা দিবস পালন করা হলো আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তালতলা ক্যাম্পাসে । ১৯৯২ সালে ৬ ই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ শহীদ দিবসে প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি বছর কালাদিবস হিসাবে দিনটিকে পালন করে থাকে । এদিন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালতলা ক্যাম্পাস থেকে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ মিছিলেরও আয়োজন করা হয় । মিছিলে মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের শতাধিক সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ দিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও ছাত্র সংসদের অন্যতম সদস্য তথা সিরাতের রাজ্য সম্পাদক শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান বলেন, 'ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিবছর এদিনটি কালা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে, নতুনদের পাশে প্রাক্তনীদের থাকা উচিত বলে আমি ছুটে এসেছি । আসলে বাবরি মসজিদ আমাদের আবেগের, ভালোবাসার । বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে দেশের গণতন্ত্র বিনষ্ট হয়েছে । জাতীয় সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি, সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে । ফলে আমরা আমাদের আবেগের বাবরি মসজিদকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে দেওয়া গেলেও আমাদের মন থেকে তুলে দেওয়া যায়নি ।' মিছিল থেকে মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র আব্বাসউদ্দীন বলেন, 'বাবরি মসজিদকে জোর পূর্বক শহীদ করে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে । তাই আমরা আমাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবো, সঙ্গে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে জানিয়ে যাবো বাবরি মসজিদকে অবৈধভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল ।' অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি কামরুজ্জামান, ক্যাশিয়ার মুদাসসির মন্ডল, মাসিদুর রহমান, এবাদুল্লাহ, হাবিবুর রহমান, জাহিদা খাতুন, মুসতানা খাতুন প্রমুখ ।

ময়ূরাক্ষী নদীর ঘাট থেকে অবাধে চলছে বালি তোলার কাজ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় মৌরাক্ষী নদীর ঘাটে অবাধে বালি মাফিয়ারা বালি তোলার কাজ চালাচ্ছে বেআইনিভাবে, যার যেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীর বাঁধ থেকে শুরু করে চাষযোগ্য জমি এমনকি নাব্যতা হারাচ্ছে ময়ুরাক্ষী এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পেয়ে শুক্রবার বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা ওই ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক প্রতীক রঞ্জন পাড়ির কাছে শরক লিপি প্রদান করলেন।

নদীর বাঁকে অবৈধ বালি লুট, বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে বড়ঞা ব্লকের আশপাশের গ্রামে অবৈধ বালি খাদান থেকে বালি লুটের ছবি ধরা পরল আমাদের ক্যামেরায়। মুর্শিদাবাদ জেলা জেলার কান্দী মহকুমা এলাকায় ময়ূরক্ষী নদীর উপর এ ভাবে অবৈধ ভাবে বালি তোলা হচ্ছেচালান নিয়ে চলছে অবৈধ ভাবে বালি তোলার কাজ। দিনের পর দিন চলছে এই অনিয়ম। অপরিকল্পিত এই খননের জেরে বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বেআইনি বালি খাদানের প্রতিবাদও করেছেন গ্রামবাসীরা।

কিন্তু তাতে কোনও কাজই হয়নি বলে অভিযোগ। নির্বিকার থাকার অভিযোগ প্রশাসনে জানিয়ে সুরাহা হয়নি । অবৈধ বালি খাদান থেকে ব বালি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বৈধ বালি খাদানের বালি শেষে বেরিয়ে পড়েছে নদীর তলদেশের মাটি। তাই বালির কারবারিরা নদীর বাঁক এলাকায় গিয়ে বালি তোলা শুরু করে দিয়েছেন। এ রকম অবৈধ ভাবেই ময়ূরক্ষী নদীর বাঁক পথে বালি তুলে নেওয়া হচ্ছে। ময়ূরক্ষী নদীর এই বাঁকের যে এলাকার থেকে বালি তোলা হচ্ছে, তার পূর্ব দিকে বড়ঞা থানা। এলাকা। আবার নদীর উত্তর দিক। বিভিন্ন থানার সংযুক্ত এলাকার ফায়দা লুটছেন অবৈধ কারবারিরা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এখানে দিন রাত চলছে বালি চুরি। আর এমন ভাবে বালি কেটে নেওয়া হচ্ছে যে নদীর তলদেশের মাটি বেরিয়ে পড়ছে। নদীর বাঁধের ধার থেকেই কোথাও ৩০-৪০ ফুট গর্ত করে বালি তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়ঞা সমস্ত বালিখাদান গুলি বন্ধ রাখা হবে। নদীতে গিয়ে সার্ভে করার পরই অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানা গেছে প্রশাসন সূত্রে।

সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বামফ্রন্টের পদযাত্রা বহরমপুরে

উম্মার সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বহরমপুরে বামফ্রন্টের সম্প্রীতির মিছিল । প্রসঙ্গত ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন হিসেবে ৬ই ডিসেম্বর দিনটিকে সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করা হয় বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন জায়গায় লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপর। মূলত এরই প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুরে বহরমপুর শহর জুড়ে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। এই মিছিলে সামিল ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বহরমপুর ব্লক বামফ্রন্টের সকল স্তরের নেতৃত্ব সহ দলের একনিষ্ঠ কর্মী ও সমর্থকরা। মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা নিয়ে এদিন এই মিছিলের আয়োজন করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। এদিন বহরমপুরের সিপিএম পার্টি অফিস থেকে একটি মিছিল বেরিয়ে টেক্সটাইল মোড় হয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে দিয়ে বহরমপুর পৌরসভার সামনের দিকে গিয়ে আবার পার্টি অফিসে শেষ করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতসহ সর্বত্র সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দাবিতেই আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এ বিষয়ে জেলা সম্পাদক জামীর মোল্লা বলে জানিয়েছেন " ভারতে যেমন মোদী এবং আর এস এস মিলে সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমন হচ্ছে তেমনি বাংলাদেশেও সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলো অবিলম্বে বন্ধ করে সম্প্রীতির দেশ হিসাবে দুই দেশ এগিয়ে যাবে এটাই মূল্য লক্ষ্য।"

যৌন হেনস্থায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড সাজা ঘোষণা করল হলদিয়া মহকুমা আদালত।চিপসের পলোহন দেখিয়ে সাত বছরের এক নাবালিকাকে এক দোকানদার যৌন নির্যাতন করে এবং গোপনাঙ্গে হাত দেয়।ঐ ঘটনায় হলদিয়া মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।ওই দোকানদারের নাম সঞ্জীব দাস কে গ্রেফতার করা হয়। এবং হলদিয়া আদালতে মামলা চলছিল। ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার হলদিয়া আদালতে সাজা ঘোষণা করা হয়। পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা। সরকারি আইনজীবী অরবিন্দ মাইতি তিনি জানায় গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ সালে সন্ধ্যায় হলদিয়া মহিলা থানার অন্তর্গত শালুকখালী এলাকায় সাত বছরের এক নাবালিকা দোকানে গিয়েছিল।ওই দোকানদার চিপসের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করে এবং গোপনাঙ্গে হাত দেয়। হলদিয়া মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয় সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দোকানদার সঞ্জীব দাসকে হলদিয়া শালুকখালি এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

বৈদ্যবাটিতে কালা দিবস পালিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলির বৈদ্যবাটি চৌমাথা ভাই ভাই সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে কালা দিবস পালিত করলো অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ও শান্তিকামী মানুষ জনের সহযোগিতায়। অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি ও ফুরফুরা শরীফের ভুমি পুত্র আবু আফজাল জিন্না নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর আজ থেকে তেত্রিশ বছর পূর্বে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছিল। সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেনতেন প্রকারনে সংবিধান কে উপেক্ষা করে বিচার হল। এ দিনটা আমাদের কাছে দুঃখের । মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি প্রত্যেক ধর্মের মানুষের কাছে পবিত্র স্থান। সুতরাং মসজিদ, মন্দির, গির্জার উপর যারা আক্রমণ করে তারা অন্ততঃ মানুষ্যজাতি বলে বিবেচিত নয়।

জিন্না আরও বলেন, সেদিনে বহু মানুষ শহীদ হয়েছিল তাদের জন্য দোয়া করা হয়। একটা অংশ দেশের মধ্যে অশান্তি করতে চাইছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে। সমস্ত ধর্মের মানুষ মিলেমিশে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলুক।এটাই আমরা কামনা করি। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মহাম্মদ জুনজুন, মহাম্মদ সাজাহান, সেখ মহাম্মদ রাজ সহ আরো অনেকে। দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করে সমাপ্ত হয় কালা দিবস পালন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

টোটোর দাপটে অতিষ্ঠ ঝালদাবাসী

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়া শহরে যানজট কমাতে টোটো চলাচলের উপর লাগাম টানতে চলেছে প্রশাসন। শহরের রাস্তায় টোটোর চলাচল বন্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে জেলা পরিবহণ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর। জানা যায় মূলত শহরে যানজট রুখতে বাইরের টোটো প্রবেশে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। পাশাপাশি শহরের রাস্তায় টোটো চালাতে গিয়ে চালকদের একাধিক নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে। এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করবে পুরসভা ও প্রশাসন কতৃপক্ষ। বিশেজ্ঞরা বলছেন, শহরের যানজটের অন্যতম কারণ বেপরোয়া টোটো চলাচল। এরফলে শহরবাসী টোটোর দাপটে অতিষ্ঠ। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটায় আহত হয়েছেন একাধিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে দুর্ঘটনা ঘটছে টোটোর কারণে। প্রতিদিনই বাইরের টোটো এসে ভিড় করছে এই পুর শহরে। ফলে দিন দিন যানজট বেড়েই চলেছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ প্রশাসনের তরফে টোটোর রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু সকাল হতেই শহর সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে বহু টোটো শহরে ঢুকে পড়ছে। যার ফলে অফিসের সময় ও সন্ধ্যায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে ঝালদা শহর। ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা।

সিরাতুন্নবী ও সম্প্রীতি সভা কুমিরমোড়ায়

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: বৃহস্পতিবার হুগলি জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পরিচালনায় চন্ডিতলা ১ নম্বর ব্লকের তত্ত্বাবধনে সিরাতুন্নবী (সাঃ), ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয় কুমিরমোড়া বাজারে। উদ্বোধনী কোরআন তেলাওয়াতের ও নাতে রসুলের মাধ্যমে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, রাজ্য সহ সভাপতি মাওলানা মনজুর আলম কাসেমী, বর্ধমান জেলা সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ আলম, হুগলি জেলার প্রাক্তন সভাপতি মাওলানা বদরুদ্দিন কাসেমী,চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি হারুন হালদার, সহ-সভাপতি সেফাতুল্লাহ হালদার, সম্পাদক সেখ হুসামুদ্দিন, সহ-সম্পাদক মুফতি শেখ আব্দুর রব প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম কাসেমী। অনুষ্ঠানে সকল গুণীজন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কোরআন হাদিসে উদ্বৃত্ত নিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি যে কেবল মাত্র মুসলমানদের এবং তা রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব ও মুসলমানদের সে কথা তুলে ধরেন এবং ওয়াকফ বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। সিদ্দিকুল্লাহ এই বিল যাতে কেন্দ্র সরকার বাতিল করে তার জন্য সকল জনগণকে নিয়ে তীব্র আন্দোলনের ডাক দেন।সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সেখ শামসুল হুদা।

সাপ নিয়ে সচেতনতা শিবির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সুন্দরবনে সাপের উপদ্রব এই শীতকালেতেও কম নয়।কয়েক মাস আগেও সুন্দরবনে কালাচ সাপের কামড়ে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল।বর্তমানে চন্দ্রবোঁড়ার উপদ্রব বেশি। তাই সাপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সহায়তায় জয়নগর ২ নং বিডিওর উদ্যোগে শুক্রবার জয়নগর ২ নং বিডিও অফিসে সাপ সচেতনতা মূলক শিবির হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক তথা সর্প বিশেষজ্ঞ ডা: সমরেন্দ্র নাথ রায়, বিজ্ঞান কর্মী নারায়ন চন্দ্র বাগ, ডা: রুপংকর বোস,জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু সহ আরো অনেকে। এদিন সাপের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে ছবি দেখিয়ে সচেতন করা হয়। এব্যাপারে ডা: সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, সাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে কালাচ ও চন্দ্রবোঁড়ার। তবে কেউটের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই শিবির। জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু বলেন, সুন্দরবনের এই ব্লক এলাকায় সাপের কামড়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রথম নজর

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর বিমানবন্দর জায়েদ ইন্টারন্যাশানল এয়ারপোর্ট

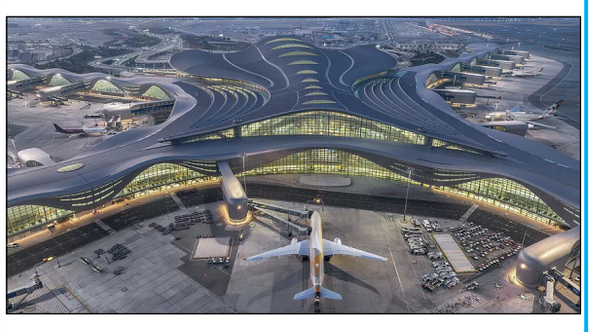

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির জায়েদ ইন্টারন্যাশানল এয়ারপোর্টকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর বিমানবন্দর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো।

মূলত স্থাপত্যশৈলীর জন্যই জায়েদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দফতরে এক উৎসবমুখর পরিবেশে এ স্বীকৃতির পাশাপাশি বিমানবন্দরের স্থাপনা ও নকশা কমিটিকে ‘ওয়ার্ল্ড আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন’ পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে।

গত ২ ডিসেম্বর এই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। এই দিনটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় দিবস এবং জায়েদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন দিবস। ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর এ বিমানবন্দরের উদ্বোধন হয়েছিল।

দেখতে অনেকটা ইংরেজি অক্ষর এক্স আকৃতির এই বিমানবন্দরের আয়তন ৭ লাখ ৪২ হাজার মিটার। সংযুক্ত আরব আমিরাতের চিরায়ত স্থাপত্য ঐতিহ্য অনুসরণ করে তৈরি করা বিমানবন্দরটি একই সঙ্গে ১১ হাজার যাত্রী এবং ৭৯টি উড়োজাহাজ ধারণ করতে সক্ষম। এর আগে, এইউএইচ নামে আবুধাবিতে যে বিমানবন্দর ছিল, সেটির যাত্রী ও উড়োজাহাজ ধারণক্ষমতা জায়েদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের তুলনায় অর্ধেক ছিল।

দরিদ্র দেশগুলোকে ১০ হাজার কোটি ডলার ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ সালে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে রেকর্ড ১০ হাজার কোটি ডলার ঋণ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। এরই মাঝে এ প্রকল্পের তহবিলের ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার জোগাড় করা হয়েছে।

এছাড়া দাতা রাষ্ট্রগুলো আরও ২ হাজার ৩৭০ কোটি ডলার সহায়তা হিসেবে তহবিলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকি অর্থ ব্যাংকের অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে। বিশ্বব্যাংকের এক মুখপাত্র বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন এ তথ্য।

এর আগে ২০২১ সালে দরিদ্রতম দেশগুলোতে ৯ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল বিশ্বব্যাংক। এতদিন পর্যন্ত এটি ছিল এক বছরে দরিদ্রতম দেশগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঋণ দেওয়ার রেকর্ড।

ইন্টারন্যোশানাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) নামের এক প্রকল্পের আওতায় ৭৮টি দেশকে দেওয়া হবে ঋণের অর্থ।

প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তালিকাভুক্ত এই ৭৮টি দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা, অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন, নতুন কর্মস্থান প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হবে এই অর্থ।

বিশ্বব্যাংকের একটি বিশেষ তহবিল আইডিএ। দরিদ্র দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় এ তহবিল সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। বিশ্বের ১৮৭টি দেশে কার্যক্রম রয়েছে আইডিএর।

বিশ্ববিব্যাংকের দাপ্তরিক রেকর্ড বলছে, গত এক দশকে আইডিএ’র দুই তৃতীয়াংশ ঋণ গিয়েছে আফ্রিকার দেশগুলোতে।

আইডিএ তহবিলের একটি বড় অংশের যোগান আসে দাতা দেশগুলো থেকে। সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র। চলতি ২০২৪ সালের শুরুর দিকে আইডিএতে ৪০০ কোটি ডলার সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া অপর বড় দাতা দেশ স্পেন এবং নরওয়েও বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশি অর্থ সহায়তা দিয়েছে এ বছর।

চলতি বছর দাতা রাষ্ট্রগুলোর তালিকায় যোগ হয়েছে আরও ৩টি দেশ– চীন, তুরস্ক এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

ব্রিটেনে পুত্র-শিশুর নাম রাখার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ‘মুহাম্মদ’

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে ছেলে শিশুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম হিসেবে শীর্ষে উঠে এসেছে ‘মুহাম্মদ’। দেশটির সরকারি সংস্থা অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকসের (ওএনএস) এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ছেলে শিশুদের দেওয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ছিল মুহাম্মদ। ‘নোয়াহ’-কে সরিয়ে মুহাম্মদ নামটি শীর্ষস্থান দখল করেছে বলে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত অফিসিয়াল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। মূলত ২০১৬ সাল থেকেই মুহাম্মদ নামটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০টি নামের মধ্যে রয়েছে এবং ২০২২ সালে এই নামটি জনপ্রিয়তার দিক থেকে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল বলে অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স-এর বার্ষিক তালিকায় বলা হয়েছে। অন্যদিকে জর্জকে সরিয়ে তৃতীয় জনপ্রিয় নাম হিসেবে স্থান পেয়েছে অলিভার।

আর মেয়ে শিশুদের জন্য ২০২৩ সালে শীর্ষ তিনটি জনপ্রিয় নাম ছিল– অলিভিয়া, অ্যামেলিয়া এবং ইসলা। এই তিনটি নামই আগের বছরের থেকেই অপরিবর্তিত রয়েছে। অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স বলেছে, ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন নাম, যেমন– চার্লস, জর্জ এবং হ্যারি বর্তমানে আগের তুলনায় কম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মূলত ২০১৬ সাল থেকেই মুহাম্মদ নামটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০টি নামের মধ্যে রয়েছে এবং নামের বানানের বিষয়টি বিবেচনা করলে এই পরিসংখ্যান সহজে বদলে যেত। তখন মুহাম্মদ নামটি হয়তো নামের তালিকার শীর্ষে থাকত।

২০১৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সে বছর ইংল্যান্ডে জন্ম নেয়া শিশুদের নামের তালিকার শীর্ষে ছিল অলিভার। ৬ হাজার ২৯৫ জনের নাম রাখা হয়েছিল অলিভার। আর সেসময় নামের তালিকার ১০ নম্বরে ছিল মুহাম্মদ। ৩ হাজার ৬৯১ টি শিশুর নাম রাখা হয়েছিল মুহাম্মদ।

২০১৮ সালে এক প্রতিবেদনে বিবিসি বলেছে, কিন্তু ইংরেজিতে মুহাম্মদ নামের বানান করা হয়েছে ১৪ রকম ভাবে। যেমন– মুহাম্মদ, মহম্মদ, মোহামেদ, মোহাম্মদ ইত্যাদি। ফলে সরকারি তালিকায় এগুলো ভিন্ন ভিন্ন নাম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

হিসাব করে দেখা গেছে, একভাবে যদি এই নামের বানানটি লেখা হতো তাহলে ২০১৭ সালে মুহাম্মদ নাম রাখা শিশুর সংখ্যা হতো ৭ হাজার ৩০৭। অর্থাৎ অলিভারের চাইতে এক হাজারেরও বেশি শিশুর নাম হতো মুহাম্মদ। আর এতে করে সেবছরই মুহাম্মদ হতো ইংল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম।

মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রেও একই নামের বানান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তালিকাতে সেগুলোর নাম আলাদা ভাবেই দেওয়া হয়। যেমন ২০১৬ সালে সবচেয়ে বেশি মেয়ে শিশুর নাম রাখা হয়েছিল– অ্যামেলিয়া। কিন্তু সোফিয়া নামটির ইংরেজি বানান ভিন্ন ভিন্নভাবে না লেখা হলে সেবছর সোফিয়া নামটিই থাকত শীর্ষে।

সংস্থাটির বিশ্লেষণে আরো উঠে এসেছে, আরবি নামগুলোর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। ছেলেদের মধ্যে ‘আয়মান’ ও ‘হাসান’ নামের জনপ্রিয়তা যথাক্রমে ৪৭ শতাংশ ও ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে আরবি নামের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ‘আইজাল’ নামটির জনপ্রিয়তা ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজের প্রেসিডেন্ট থাকা নিয়ে যা বললেন ম্যাক্রোঁ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে মিশেল বার্নিয়ের পদত্যাগের পর দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর পদত্যাগের দাবিও উঠেছিল। তবে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তিনি সাফ জানিয়েছেন, মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে থাকবেন। বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে এ ঘোষণা দেন তিনি।

পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে যাওয়ার পর গত বুধবার ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন মিশেল বার্নিয়ে। এ নিয়ে ফের নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়েছে ফ্রান্স। এবার নতুন করে দাবি ওঠে, প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ যেন পদত্যাগ করেন। এমন পরিস্থিতিতে ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পরদিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ম্যাক্রোঁ। সুস্পষ্ট ভাষায় পদত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তিনি বলেন, জনগণ আমাকে পাঁচ বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ম্যান্ডেট দিয়েছে। তাই সেই মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি প্রেসিডেন্ট পদে থাকব।

বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) বলছে, বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর অনাস্থা ভোটে হেরে গিয়ে পদত্যাগ প্রসঙ্গেও প্রথম মুখ খোলেন ম্যাঁক্রো। বলেন, ফরাসি সংবিধান অনুযায়ী কিছুদিন আগেই সংসদ নির্বাচন হয়ে যাওয়ায় শিগগির নতুন নির্বাচন আয়োজন সম্ভব না। তার জন্য অন্তত জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া দেশ পরিচালনাও সম্ভব না। তাই শিগগিরই প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হবে। ম্যাঁক্রো বলেন, ইউরোপ ও সারা বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও তাই এমন একটি সরকার দরকার, যারা সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আমাদের বিভক্তির পথে হাঁটলেও চলবে না, স্থবির থাকাও চলবে না। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই আমি একজন প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করব। এর আগে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাত্র তিন মাসের মাথায় বুধবার অনাস্থা ভোটে হেরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন মিশেল বার্নিয়ে। দেশটির সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট নিয়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো বর্তমানে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৭ সালের নির্বাচনে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। এরপর ২০২২ সালে ফের তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে ফ্রান্সের জনগণ। দ্বিতীয় এই মেয়াদের মাঝামাঝি রয়েছেন তিনি। ২০২৭ সালের মে মাসে শেষ হবে এই মেয়াদ।

তৃতীয় পারমাণবিক যুগের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বিশ্ব: ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল টনি রাডাকিন সতর্ক করে বলেছেন, বিশ্ব বর্তমানে তৃতীয় পারমাণবিক যুগের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।

রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটে দেওয়া এক বক্তৃতায় রাডাকিন এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তার কথায়, আগের যুগের চেয়ে এখনকার এই যুগ সামগ্রিকভাবে বেশি জটিল।

স্নায়ুযুদ্ধের সময়টি ছিল পারমাণবিক যুগের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় যুগে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক চেষ্টা চলেছে।

রাডাকিন বলেন, যুক্তরাজ্য ও এর পশ্চিমা মিত্ররা চীন, রাশিয়া, ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার বেপরোয়া হুমকি পাচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি এবং মহড়া এখন আবারও বেশি বেড়ে গেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার, বড় ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র মহড়া চালানো এবং নেটো দেশগুলোর বিরুদ্ধে হামলার হুমকি আসছে।

তিনি আরও বলেন, চীনের পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়ন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচি এবং খেয়ালী আচরণ কেবল আঞ্চলিক নয়, বিশ্বের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়নও উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে।

এতসব হুমকির মধ্যে এবছর ইউক্রেইন যুদ্ধে লড়তে রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার সেনা মোতায়েন এবং ইরানের সরবরাহ করা ড্রোন দিয়ে মস্কোর হামলা চালানো সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল বলে মন্তব্য করেন রাডাকিন।

তবে এরপরও রাশিয়ার সরাসরি পারমাণবিক অস্ত্র হামলা চালানো বা নেটো দেশগুলোকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা অনেক কম বলেই বিশ্বাস করেন রাডাকিন। তিনি বলেন, রাশিয়া জানে এমন হামলার পরিণতি দুর্বার হবে। তা সেই পাল্টা জবাব প্রচলিত বা পারমাণবিক- যে অস্ত্র দিয়েই দেওয়া হোক না কেন।

বৈঠকে বসছে সিরিয়া-ইরাক ও ইরান, নেপথ্যে যে কারণ

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আজ শুক্রবার বৈঠকে বসতে যাচ্ছে সিরিয়া, ইরাক ও ইরান। ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ হুসেইন সিরিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসতে যাচ্ছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ইরাকের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্স

এমন এক সময় এই বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে, যখন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের দখলে থাকা দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর আলেপ্পো দখলে নিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এছাড়া গতকাল হামা শহরও দখলে নিয়েছে এই গোষ্ঠীটি। গত সপ্তাহ থেকে সিরিয়ান সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে টিকে থাকতে না পেরে সরকার বাহিনী দুই শহরে থেকে চলে গেছে।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গতকাল বৃহস্পতিবার ইরাকের রাজধানী বাগদাদে গেছেন সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাশাম সাববাগ। ইরাকের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের (আইএনএ) খবরে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ইরাকে যাবেন।

ইরাকি এবং সিরিয়া সূত্র জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সহযোগীতায় ইরাকি কিছু যোদ্ধা চলতি সপ্তাহে সিরিয়াতে ঢুকে পড়েছে। এছাড়া ইরাক-ইরান সমর্থিত আধাসামরিক বাহিনী হাশদ আল-শাবি সিরিয়া সীমান্তে জড়ো হয়েছে। বলা হচ্ছে, ইরাকের সুরক্ষায় এই বাহিনী অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্প প্রশাসনের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসীকে নিয়ে উদ্বিগ্ন মার্কিন কর্মকর্তারা

আপনজন ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসনের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাবেক ১০০ মার্কিন কূটনীতিক। তারা অভিযোগ করেছেন, জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের জন্য মনোনীত প্রার্থীর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মতো স্বৈরশাসকদের প্রতি সহানুভূতিসহ আরো নানা দুর্বলতা রয়েছে। সেগুলো পর্যালোচনার জন্য সিনেটে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আয়োজন করা উচিৎ।

তারা একটি খোলা চিঠিতে এই উদ্বেগ জানান। সেখানে তারা বলেছেন, সাবেক এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও হাওয়াইয়ের প্রতিনিধির গোয়েন্দাগিরিবিষয়ক অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পুরোদস্তুর সামরিক অভিযান শুরু করা নিয়ে প্রচলিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো তিনি ধারণ করেন। এছাড়া ২০১৭ সালে দামেস্কে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সাথে বৈঠক করার পর নিজেকে রুশ ও সিরীয় কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছেন তিনি।

চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট ওয়েন্ডি শেরম্যান, ন্যাটোর সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল রোজ গোটেমোলার, সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যান্থনি লেক। এছাড়া আরো কয়েকজন সাবেক রাষ্ট্রদূত, গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও তাতে স্বাক্ষর করেন।

মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার (ডেমোক্রেটিক দলের নেতা) এবং আগামী সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুনকে (রিপাবলিকান পার্টির নেতা) সম্বোধন করে এ চিঠি লেখা হয়েছে।

চিঠিতে ওই কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা সিনেটের প্রতি ‘যথাযথ তদন্ত, শুনানি ও নিয়মিত আদেশ অনুসরণ করাসহ তার সাংবিধানিক পরামর্শ এবং সম্মতিসূচক ভূমিকার পূর্ণ ব্যবহার করার’ অনুরোধ জানান। এছাড়া সিনেট কমিটির প্রতি এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ‘সহজলভ্য সব তথ্য’ বিবেচনা করার আহ্বান জানান তারা। যেন ‘মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রগুলো ও পদ্ধতির সুরক্ষায়’ গ্যাবার্ডের দক্ষতা-যোগ্যতা পর্যালোচনা করা যায়।

ইতিপূর্বে এই ধরনের সমালোচনাকে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তুলসী ও তার সমর্থকরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

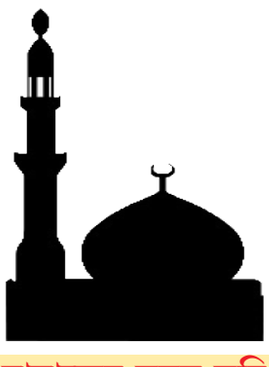

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০৪
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় ৭.০ মাত্রার ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে শক্তিশালী ৭.০ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ এ তথ্য জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।

বৃহস্পতিবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, এ ঘটনায় ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের কিছু অংশে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, পরে সেটি বাতিল করা হয়।

১১ মাসে ৮০৩৪ সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: গত ১১ মাসে নাইজেরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর হাতে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী ও ডাকাতসহ মোট ৮ হাজার ৩৪ জন বন্দুকধারী নিহত হয়েছে।

নাইজেরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। রাজধানী আবুজায় দেশটির সেনাবাহিনীর মুখপাত্র এডওয়ার্ড বুবা সাংবাদিকদের বলেন, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে দেশজুড়ে অন্তত ১১ হাজার ৬২৩ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অন্তত ৬ হাজার ৩৭৬ জন বন্দীকে উদ্ধার করেছে সামরিক বাহিনী।

এ সময়ে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীদের কাছ থেকে ৮ হাজার ২১৬টি অস্ত্র ও ২ লাখ ১১ হাজার ৪৫৯টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

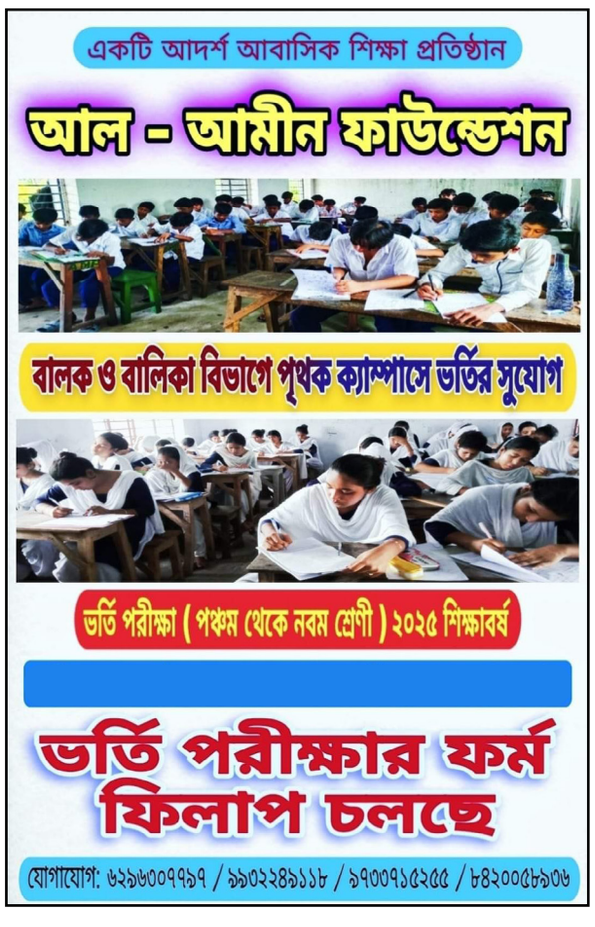

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৩০ সংখ্যা, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৪ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সত্য বলাটাই উত্তম

হা ঠিক যে, মিথ্যা বলিবার সাময়িক কিছু সুবিধা রহিয়াছে; কিন্তু ইহার সবচাইতে বড় অসুবিধা হইল–ইহা স্লো পয়জনের মতো, ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করে। এই জন্য ইংরেজি প্রবাদেই বলা হইয়াছে–অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। কেন 'অনেস্টি' বেস্ট পলিসি–তাহা বুঝিতে 'বুদ্ধিমান' হইতে হয় না। অথচ আমাদের সমাজ এমনভাবে তৈরি হইয়াছে যে, এইখানে 'সত্য' বলাটাকে বোকামির লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর ব্রিটিশ লেখক স্যামুয়েল রাওল্যান্ডও বলিয়াছিলেন, 'ছোট এবং বোকারাই সাধারণত সত্য কথা বলিয়া থাকে।' কিন্তু সততাই যদি সর্বোত্কৃষ্ট পন্থা হয়, তাহা হইলে আমরা বরং বলিতে পারি–বোকারাই মিথ্যা বলে। মিথ্যার মাধ্যমে তাহারা তাত্ক্ষণিক লাভ করিবার সুযোগ খোঁজাটা নিতান্তই চাতুর্যতা। তবে বাঙালিরা তাত্ক্ষণিক লাভেই বিশ্বাসী। হাজার বত্সর পূর্বে ওমর খৈয়াম বলিয়াছিলেন–'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও/ বাকির খাতা শূন্য থাক/ দূরের বাদ্য লাভ কী শুনে/ মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।' (কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত)। সুতরাং বাঙালি নগদ লাভে বিশ্বাসী। ইহা ভয়ংকর। বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাইলে বিস্ময়ের সহিত লক্ষ করা যায়–তাহারা চোখের উপর চোখ রাখিয়াও মিথ্যা বলিতে দ্বিধা করে না। মিথ্যা বলিতে তাহাদের বুক এবং চোখের পাতা কাঁপে না। 'লাই ডিটেক্টর' দিয়া টেস্ট করাইলেও হয়তো দেখা যাইবে, বাঙালির মিথ্যা তাহাতে ধরা পড়িতেছে না। মিথ্যা বলিবার সময় তাহার হার্টবিট বাড়িতেছে না, গলা শুকাইতেছে না, কথা জড়াইতেছে না। কী অপূর্ব দক্ষতায় সত্যের মতো করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে!

এই চাতুর্যতা কখনো একটি জাতির মঙ্গল আনিতে পারে না। কারণ, মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী যেই কার্যপ্রণালি নির্ধারিত হয়, তাহাতে বড় ভুল হয়। যিনি যেই পদের জন্য উপযুক্ত নহেন, তাহার উচিত নহে নিজেকে উপযুক্ত হিসাবে 'ভান' করা। যিনি যেই কাজ পারিবেন না, কেন তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাহা করিতে যাইবেন? মহান দার্শনিক সক্রেটিস বলিয়া গিয়াছেন–'সত্যপ্রীতি বিজ্ঞতার লক্ষণ'; কিন্তু আমরা কয়জন 'বিজ্ঞ' হইতে চাই? বাঙালিরা সকল কিছু জানিয়া-শুনিয়াই চালাক হইতে চাহে। এই জন্য চাতুর্যতা তাহার রান্ধ্রে রন্ধ্রে। যদি সে 'মিথ্যা' না বলে, তাহা হইলে সে 'অর্ধসত্য' বলিবে, তবু সহজে 'সত্য' বলিবে না। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন বলিয়াছেন–অর্ধসত্য কথা বলাটাও মিথ্যার নামান্তর। অনেকে অবশ্য মনে করেন, অর্ধসত্য মিথ্যার চাইতেও ভয়ংকর; কিন্তু কেন বাঙালির এত মিথ্যাপ্রীতি? মনস্তত্ত্ববিদরা বলিয়া থাকেন, মানুষের মনোবিকাশে শৈশব ও কৈশোরের গুরুত্ব অপরিসীম। যেই শিশু বা কিশোর দেখিতেছে যে তাহার পিতা অনিয়ম-দুর্নীতি করিয়া অর্থের পাহাড় তৈরি করিতেছে, তাহার মধ্যে কী করিয়া নীতিবোধ তৈরি হইবে? অথচ আমাদের আদর্শলিপি কিংবা ধর্মগ্রন্থসমূহে সত্ পথে চলিবার এবং চুরি না করিবার অসংখ্য নীতিবাক্য রহিয়াছে। হজরত আলী (রা.) বলিয়াছেন, 'যাহা সত্য নহে তাহা কখনো মুখে আনিও না। তাহা হইলে তোমার সত্য কথাকেও লোকে অসত্য বলিয়া মনে করিবে।' দুর্নীতি কিংবা চুরি করা অর্থ তো হারাম। কোনো ব্যক্তি যদি হারাম কোনো বস্তুকে হারাম মনে করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার কবিরা গুনাহ হইবে। আবার যদি হারাম বস্তুকে হালাল মনে করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণতি হইবে আরো ভয়াবহ। আখিরাতে সরাসরি জাহান্নাম। এই কথা জানা থাকিলে কাহারা এবং কেন চুরি ও দুর্নীতি করে? মিথ্যার আশ্রয় লয়? আসলে সত্য কথা বলা মানে দায়িত্বশীলতা। অধিকাংশ বাঙালিই দায়িত্বশীল হইতে শিখে নাই। ইহা দুঃখজনক।

মিথ্যার আরো একটি বিপদ হইল–মিথ্যা বলিবার জন্য অনেক অধিক মানসিক শক্তি খরচ করিতে হয়। এই জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলিয়াছিলেন, 'সফল মিথ্যুক হইবার জন্য কাহারোই পর্যাপ্ত স্মরণশক্তি নাই।' যেইহেতু কাহারোই এমন স্মরণশক্তি নাই এবং মিথ্যা বলিবার এত শত বিপদ। সুতরাং সকল দিক দিয়াই সত্য বলাটাই উত্তম। এই জন্য মিথ্যাশ্রয়ীদের নিকট হইতে নগদ পাইলেই তাহা হাত পাতিয়া লইতে নাই। উহা আখেরে ক্ষতিরই কারণ হইবে।

সামরিক আইন জারি রুখে দিয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার যে শিক্ষা দিল দ. কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ায় যা ঘটছে, তা আমাদের সবার মনোযোগ দাবি করে বিভিন্ন কারণে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এ ঘটনা প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল এবং পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতার বিরোধকে স্পষ্ট করে তুলেছে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সাধারণ নাগরিকেরা দ্বিধাহীনভাবে গভীর রাতে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সাময়িকভাবে হলেও বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহ দেখাচ্ছে যে রাজনীতিতে গভীর মেরুকরণের ফল গণতন্ত্রের জন্যই হুমকি হয়ে উঠতে পারে। লিখেছেন আলী রীয়াজ...

দক্ষিণ কোরিয়ায় যা ঘটছে, তা আমাদের সবার মনোযোগ দাবি করে বিভিন্ন কারণে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এ ঘটনা প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল এবং পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতার বিরোধকে স্পষ্ট করে তুলেছে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সাধারণ নাগরিকেরা দ্বিধাহীনভাবে গভীর রাতে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সাময়িকভাবে হলেও বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহ দেখাচ্ছে যে রাজনীতিতে গভীর মেরুকরণের ফল গণতন্ত্রের জন্যই হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় মঙ্গলবার যখন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল টেলিভিশনে দেওয়া এক বক্তৃতায় বলেন যে দেশকে 'রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি' এবং 'উত্তর কোরিয়ার হুমকি' থেকে রক্ষার জন্য তিনি সামরিক আইন জারি করছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তৃতায় এই দুইয়ের কোনোটারই বিস্তারিত কিছু বলেননি এবং উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে কোনো ধরনের হুমকির কথা আর কোনো সূত্র থেকে জানা যায়নি। কিন্তু কোরিয়ার রাজনীতিতে যাঁরা নজর রাখেন, তাঁরা জানেন যে অতীতে প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে 'উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল' বলে বর্ণনা করেছিলেন। সামরিক আইন জারির ঘোষণার সময় তিনি বলেন তিনি উত্তর কোরিয়াপন্থী উচ্ছেদ করবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫০ বছর পর সামরিক আইন জারির ঘটনা ঘটল এবং ১৯৮৭ সাল থেকে কোরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ ছিল অকল্পনীয়। সামরিক আইন জারির এ ঘোষণার পরপরই রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু হয় এবং বিরোধী দলের একজন নেতা ইউটিউবে পার্লামেন্ট সদস্যদের পার্লামেন্ট ভবনে আসার আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে সংসদ সদস্যরা এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করেন। এ প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহারে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিম ইয়ং-হিউন পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা যে যথেষ্ট নয় তা বোঝা যায় পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের বিরোধী ছয়টি দল ইউন সুক-ইওলের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট বা অনাস্থা জ্ঞাপনের (সংসদীয় পদ্ধতিতে বিচার) প্রস্তাব এনেছে। ৩০০ আসনের পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের দল পিপল পাওয়ার পার্টির ১০৮টি আসন আছে এবং ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাস হতে লাগবে ২০০ ভোট; তার অর্থ হচ্ছে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাস হতে কমপক্ষে আটজন সরকারপক্ষের সদস্যকে বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

ইতিমধ্যে পিপল পাওয়ার পার্টির নেতা চু কিয়ং-হো বলেছেন যে তাঁর দলের সদস্যরা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। কিন্তু তাঁর এই দাবি শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, সেটা দেখার বিষয়। কেননা সামরিক আইন জারির পর সেনাবাহিনীর বাধা পেরিয়ে পার্লামেন্ট সদস্যরা যখন বৈঠক করেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন ১৯০ জন এবং তাঁরা সবাই প্রেসিডেন্টের সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট যদি পদত্যাগ না করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে রোববারের মধ্যেই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। যদিও সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাসে সরকার সমর্থক কিছু সদস্য ভোট দিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন কি না, সেটা এখন প্রশ্নের মুখে। পার্লামেন্টে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাস হলে প্রেসিডেন্ট সাময়িকভাবে দায়িত্ব হারাবেন, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তা যাবে সাংবিধানিক আদালতে, ৯ সদস্যের আদালতে ৬ জনের ভোট নির্ধারণ করবে ইউন সুক-ইওলের ভাগ্য। কিন্তু এই আদালতে এখন সদস্য সংখ্যা ছয়জন। তিনজন সদস্যের অনুপস্থিতি এই প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব পড়বে কি না, সেটা অস্পষ্ট। সাংবিধানিক আদালতের এই নয়জন সদস্য হন এমন ব্যক্তিরা, যাঁরা বিচারক হওয়ার যোগ্য। এর তিনজনকে মনোনয়ন দেন প্রেসিডেন্ট, তিনজনকে মনোনয়ন দেন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন মনোনীত হন পার্লামেন্ট দ্বারা। এই আদালতের ব্যবস্থা ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে রাজনীতির বাইরে নিয়ে যায় এবং কেবল পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের বিচারের ওপর নির্ভরশীল করে না।

সাংবিধানিক আদালতের এই নয়জন সদস্য হন এমন ব্যক্তিরা, যাঁরা বিচারক হওয়ার যোগ্য। এর তিনজনকে মনোনয়ন দেন প্রেসিডেন্ট, তিনজনকে মনোনয়ন দেন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন মনোনীত হন পার্লামেন্ট দ্বারা। এই আদালতের ব্যবস্থা ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে রাজনীতির বাইরে নিয়ে যায় এবং কেবল পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের বিচারের ওপর নির্ভরশীল করে না। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের তদন্ত শুরু হয়েছে। যা একধরনের ভাগ্যের পরিহাস বলেই মনে হয়। কেননা প্রসিকিউটর জেনারেল হিসেবে ইউন সুক-ইওল আগে সাবেক দুজন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এবং তাঁদের দণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর নিজের দলের সাবেক প্রেসিডেন্ট পার্ক গুয়েন হুও ছিলেন, পার্ক ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের তদন্ত শুরু হয়েছে। যা একধরনের ভাগ্যের পরিহাস বলেই মনে হয়। কেননা প্রসিকিউটর জেনারেল হিসেবে ইউন সুক-ইওল আগে সাবেক দুজন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এবং তাঁদের দণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর নিজের দলের সাবেক প্রেসিডেন্ট পার্ক গুয়েন হুও ছিলেন, পার্ক ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

গত কয়েক দিনের ঘটনার উৎস প্রকৃতপক্ষে ২০২২ সালে যখন ইউন সুক-ইওল মাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লি জেই-মুয়িংকে পরাজিত করেন। রক্ষণশীল ইউন সুক-ইওল এই সামান্য ব্যবধানে বিজয় সত্ত্বেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে কোনো ধরনের আপসের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাননি, যদিও পার্লামেন্টে ডেমোক্রেটিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

২০২৪ সালের এপ্রিলের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি তাঁদের আসন বাড়াতে সক্ষম হয়। লক্ষণীয়ভাবে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়েছে এবং সমাজে বিভক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে যেভাবে আক্রমণ করেছে এবং প্রেসিডেন্ট যেভাবে বিরোধীদের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছেন, তা ক্ষতিকারক হয়েছে।

বিরোধীরাও তাঁর বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত অভিযোগ এনেছে বলে বলা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইউন যে ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি অনুসরণ করেছেন, সেগুলোর কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। ফলে আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের ভেতরে টানাপোড়েন কমার বদলে বেড়েছে। এগুলোই ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে, যার প্রকাশ ঘটেছে প্রেসিডেন্টের সামরিক আইন জারির ঘোষণায়। আপসহীন মনোভাব নিয়ে এবং বিরোধীদের দেশপ্রেম বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দেশ শাসনের চেষ্টা শেষ বিচারে দেশের জন্য ক্ষতি হয়েছে। আগামী কয়েক দিনে তা কোন দিকে মোড় নেয়, সেটা দেখার বিষয়।

এ ঘটনার কিছু ইতিবাচক দিক আছে, যেগুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার, যেগুলো গণতন্ত্রের জন্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রেসিডেন্ট চাওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশে সামরিক আইন জারি করতে পারেননি, তাঁর অন্যতম কারণ হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ এবং আইনসভার ভেতরে ক্ষমতার ভারসাম্য।

এটা দেখায় যে ক্ষমতার চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উপস্থিত থাকলে ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তির ইচ্ছেকে জনগণের প্রতিনিধিরা মোকাবিলা এবং পরাজিত করতে পারেন।

নির্বাচনকে যদি আমরা ভার্টিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা খাড়াখাড়ি জবাবদিহি প্রদর্শন বলি, তবে পার্লামেন্টের এ ক্ষমতা হচ্ছে আড়াআড়ি জবাবদিহি প্রদর্শন। এ ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের সংবিধান পরিপন্থী পদক্ষেপকে আইনসভা মোকাবিলা করেছে, এর উল্টোও হওয়া সম্ভব।

দলের ওপর সরকারপ্রধানের একচ্ছত্র আধিপত্য না থাকায় পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের পার্টির কেউ কেউ সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে ভোট দিতে পেরেছেন। পার্লামেন্টে সদস্যরা এই ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন কি না, সেটা আমার আগামী কয়েক দিনেই দেখব। নিজ দল/নেতার প্রতি আনুগত্য এবং গণতন্ত্র রক্ষার প্রশ্ন মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়নি।

দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকেরা ১৯৮০-এর দশকে সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র অর্জন করেছিল এবং তার চর্চা করে আসছিল, কিন্তু এ ঘটনা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে গণতন্ত্র কেবল অর্জনের বিষয় নয়, একে রক্ষা করার জন্য দরকার প্রতিদিনের নজরদারি এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের শুরু থাকলেও তার কোনো শেষ নেই।

আলী রীয়াজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক।

সৌ: প্র: আ:

ওয়াকফ সম্পত্তি কবজা করে দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্ত বিজেপির?

বর্ণালী মুখার্জী

বিজেপি পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলমান নেই। অথচ তারাই আজ ওয়াকফ বিল আনছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু মুসলমান জনগণ নয়, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় জনতা সোচ্চার হোন।

ইসলামের ধর্মীয় কাজে, অথবা মুসলিম সমাজের কল্যাণে যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করা হয়, সেই ব্যবস্থাকে ওয়াকফ বলা হয়। এটি এতদিন ছিল সরকার স্বীকৃত একটি স্বশাসিত সংস্থা। দেশের আইন নিয়ন্ত্রিত কিন্তু সরকার দ্বারা নয়। আমাদের দেশের বহু স্বশাসিত সংস্থার মতোই।

১৯৯৫ সালের ওয়াকফ বোর্ড আইন ওয়াকফ বোর্ডের বহু ত্রুটি শুধরে দিয়েছে। কিন্তু আজ বিজেপির উদ্দেশ্য আদৌ ত্রুটি শুধরে দেওয়া নয়। তাদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ।

প্রতিটি রাজ্যেই আছে ওয়াকফ বোর্ড এবং তা পরিচালনার জন্য আছেন আধিকারিক। নতুন বিল অনুযায়ী সমস্ত দায়িত্ব এখন তুলে দেওয়ায় হবে সংলিষ্ট জেলা শাসকের উপর। কোন্ সম্পত্তি ওয়াকফ হবে এমনকি সেটাও নির্ধারণ করবেন জেলা শাসক। আর ওয়াকফ সম্পত্তিকে নানা কারণ দেখিয়ে তা জেলাশাসকের করায়ত্তে নিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিলে। তাই জেলা শাসক নির্ভর থেকে ওয়াকফ সম্পত্তিকে বাঁচানো দরকার।

নতুন বিল অনুযায়ী কাউন্সিলে ২ জন অমুসলিম বাধ্যতামূলক। আর বাকিদের মুসলিম হতেই হবে তেমন কিছু লেখা নেই। সুতরাং কোটি কোটি টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি চুরির জন্য এই কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যকে আরএসএস পন্থী হিন্দু রাখা যেতেই পারে। যদিও কর্নাটক বা অন্ধ্রের হিন্দু দাতব্য ট্রাস্ট আইনগুলো থেকেই জানা যায় হিন্দু ধর্মীয় দাতব্য ট্রাস্টে সিইও-কে হিন্দু ধর্মের হতেই হয়। ওয়াকফ কাউন্সিলের গঠনও বদলে ফেলা হচ্ছে। বোর্ডে এতদিন সবাই ছিলেন নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধি। বিল অনুযায়ী সকলকেই মনোনীত হতে হবে, আর কতজন মুসলিম থাকবে বলা নেই, যদিও দুই জন বাধ্যতামূলক অমুসলিম বলা আছে। এতদিন ধরে বিভিন্ন ওয়াকফ সংক্রান্ত বিবাদ-বিরোধ মেটানোর জন্য আছে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল। একজন অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট, একজন মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ আর একজন প্রথম শ্রেণীর বিচারক নিয়ে গঠিত হয় এই ট্রাইবুনাল। কিন্তু এখন থেকে মুসলিম আইন বিশারদের পদটি রাখা হবে না এবং যে কোনো বিরোধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে যে কোনো পক্ষ, যা এতদিন ছিল না। সাধারণভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলে এই ট্রাইবুনালের রায়কেই চূড়ান্ত ধরা হতো।

বিল অনুযায়ী এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ হলেও তাকে ন্যূনতম পাঁচ বছর ধর্ম পালনের দৃষ্টান্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ ওয়াকফ বোর্ড যা এতদিন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেই তিনি ধর্মীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ওয়াকফ করতে পারতেন। কিন্তু বিল পাস হলে নও মুসলিমদের অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ বছর।

সব থেকে বড় কথা এই বিল দেখিয়ে যে কোনো মসজিদ, কবরস্থান ভাঙার রাস্তা প্রশস্ত করা হচ্ছে। কারণ এতকাল ধরে ওয়াকফ দান ছিল আল্লাহ কিংবা ধর্মীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে। অনেক ক্ষেত্রে মসজিদ, কবরস্থান, মাদ্রাসা, মক্তবের দানকে দলিলভুক্ত করা হয়নি। ফলে যেসব জমি সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করে ওয়াকফ করা নেই সেসব সম্পত্তি নতুন ওয়াকফ বিলে হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। আসলে বিজেপি চাইছে একটি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যেমন ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে দক্ষিণ ভারতে, ধনী মন্দির থেকে যে অল্প ট্যাক্স কর্নাটক সরকার নেয় সেটা বাতিলের দাবিতে। যদিও রাজ্য সরকারের বক্তব্য তারা এই ট্যাক্স নেয় অন্তত সাড়ে তিন হাজার রুগ্ন, অর্থাভাবে ধোঁকা মন্দিরের পুরোহিতদের পরিবারের লেখাপড়া আর চিকিৎসার জন্য। সুতরাং একদিকে জ্ঞানবাপী মসজিদকে বে আইনি আখ্যা দিয়ে আরএসএস বাহিনী রাস্তায় নামবে, মামলা করবে আর অন্যদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মিছিল করবে মন্দিরের থেকে ট্যাক্স বাতিলের দাবিতে। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তিতে কেউ হাত দেবে না, শুধু হাত পড়বে ওয়াকফ সম্পত্তিতে। সমাজে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেই সুযোগে তারা বিহার, পশ্চিমবঙ্গে ভোটে আসন সংখ্যা বাড়াতে চাইবে এবং দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে এই হল তাদের উদ্দেশ্য। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ওয়াকফ বিল সবের মধ্যেই রয়েছে সেই দাঙ্গা বাধানোর বিজেপির নানা ফন্দি!

**** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম নজর

এসআইও-র নয়া রাজ্য সভাপতি ইমরান, সম্পাদক ওয়াকিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: জামাআতে ইসলামী হিন্দের ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া (এসআইও)-র নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হলেন ইমরান হোসেন (হাওড়া) এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলেন আব্দুল ওয়াকিল (মালদা)। সদ্য প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সাইদ বি এস আল মামুন ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন শেখ ইমরান হোসেন ভাই। নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য সম্পাদক জেডএসি ভাইদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হওয়ায় রাজ্য কমিটির দুটি আসন শূন্য হয়। সেই শূন্যস্থান পূরণে জেডএসি রিজার্ভ লিষ্ট থেকে মো: সাহাদাত হোসেন (উত্তর মুর্শিদাবাদ) ও জয়নাল আবেদীন ভাই (দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ) মনোনীত হলেন। নতুন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগণ হলেন আসিফ ইকবাল (দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ), আলি নাওয়াজ মন্ডল (উত্তর ২৪ পরগণা), মো: মুরসালিম (উত্তর মুর্শিদাবাদ), শফিকুল ইসলাম মন্ডল (নদীয়া), হাফিজ আহমদ আলী (উত্তর মুর্শিদাবাদ), এস এম মুতাসিম ফাইয়াদ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), আমিরুল ইসলাম (হাওড়া), আজম হোসেন খান (পূর্ব মেদিনীপুর), আব্দুল্লাহ আল মামুন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)।

নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শেখ ইমরান হোসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ করেছেন। তিনটি মীকাতে হাওড়া জেলার সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও এসআইও পশ্চিমবঙ্গ জোনের ক্যাম্পাস সেক্রেটারি (২০১৯-২০), পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি (২০২১-২২) ও রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সদস্য ছিলেন। চলতি মীকাতে (২০২৩-২৪) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রের ক্যাম্পাস সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ২০২৫-২৬ মীকাতের জন্য কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ দিল্লি থেকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে পড়াশোনা করছেন।

রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াকিল গণিত বিভাগে স্নাতক ও বিএড করেছেন। এসআইও মালদা জেলার ক্যাম্পাস সেক্রেটারি, এসআইও পশ্চিমবঙ্গ জোনের ক্যাম্পাস সেক্রেটারি (২০২১-২২) ও রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। চলমান মীকাতে (২০২২-২৩) এসআইও পশ্চিমবঙ্গ জোনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

ফতেহ আলির দরবারে সমাপ্ত দুদিনের অনুষ্ঠান

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: মানিকতলায় সমাজ সংস্কারক সুফি ফতেহ আলি ওয়েসী রহ, এঁর স্মরণে দু'দিন ব্যপি বর্ণাঢ্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দরবারে হযরত ফতেহ আলি ওয়েসীর স্মরণে ১৩৮ তম ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন জুমার নামাজ আদায় করতে দরবারে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর সভায় আখেরি দোয়া করেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা তহা সিদ্দিকী। তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যানের জন্য দোয়া করেন। এবং বলেছেন অসাংবিধানিক বিতর্কিত ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আমরা আপস করব না। কেন্দ্রীয় সরকারের আনা নয়া ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আগামী ১৯ ডিসেম্বর রানি রাসমণি রোডে বিশাল প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছেন পীরজাদা। তিনি বলেন ধর্মীয় প্রগাঢ় পন্ডিত ও সমাজ সংস্কারক পীর ফতেহ আলি ওয়েসী ছিলেন বিদগ্ধ একজন ফারসি কবি। পীরসাহেবগন বলেন হযরত ফতেহ আলি ওয়েসী হুজুরের ১৪ বিঘা জমি ছিল আজ মাত্র হাতে গোনা কিছু সম্পত্তি রয়েছে। এটি রক্ষার ক্ষেত্রে এলাকার সহৃদয়বান মানুষ ও প্রশাসনের যথেসট সহযোগিতা রয়েছে। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতু নির্মাণ করেছিলেন। ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের পীর ছিলেন বিখ্যাত ফার্সি কবি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। প্রবল শিক্ষীত এই মনীষী বহু কাব্য গ্রন্থ রচনা করে সমাজকে ঋদ্ধ করেছেন। মাজার সহ মসজিদ সহ ব্যাপক উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ড ও জনহিতকর কাজ হয়েছে। এই ইসালে সওয়াবে বিভিন্ন বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের আনা অসাংবিধানিক ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একটি মেডিকেল ক্যাম্পে উপস্থিত অসংখ্য মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। আয়োজক হাজি রহিম বক্স ওয়াকফ স্টেট কমিটির কুতুবউদ্দিন তরফদার হাজির ছিলেন।

আপনজন: 'ভারত অথবা বাংলা দেশ বন্ধ হোক বিদ্বেষ'এই স্লোগানে মিছিল করল বামফ্রন্ট চৈতন্যপুরে। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

এসএসএসিতে বঞ্চিত মাদ্রাসা প্যারা টিচাররা এবার বিষয়টি নিয়ে দ্বারস্থ সাত্তারের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এসএসসি'র উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগে সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত মাদ্রাসার প্যারা টিচারদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং মাদ্রাসা বিষয়ক ও মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা আবদুস সাত্তারের সঙ্গে দেখা করলো তৃণমূলের মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন।

শুক্রবার কলকাতা মহাকরণে মাদ্রাসার প্যারা টিচারদের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বরা আবদুস সাত্তারের সঙ্গে দেখা করে প্যারা টিচারদের সমস্যার কথা জানান। আব্দুস সাত্তার মাদ্রাসার প্যারা টিচারদের সংরক্ষণ না পাওয়ার বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে ২৭শে নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে 1st SLST ২০১৬-এর প্যারা টিচারদের জন্য সংরক্ষিত ১০ শতাংশ আসনে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকায় ১৮৭২ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। তবে সেখানে রাজ্যের মাদ্রাসায় কর্মরত কোনো প্যারা শিক্ষকের নাম নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। বঞ্চিত মাদ্রাসার প্যারা টিচারদের দাবি, 'আমরা সকলেই TET পাস, প্রশিক্ষিত প্রার্থী, ২০০৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্যারা শিক্ষক হিসাবে কাজ করছি । আমরা সকলেই 1st SLST (AT), 2016 উচ্চ প্রাথমিক স্তরে প্যারা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন স্কুলের উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য যে নির্দেশিকা রয়েছে সেখানে সমস্ত স্কুল এবং মাদ্রাসার সমস্ত প্যারা শিক্ষকদের জন্য সমান নিয়ম প্রযোজ্য। তাই মাদ্রাসার প্যারা টিচার এবং অন্যান্য স্কুলের প্যারা টিচারদের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। ২৭ শে নভেম্বর এসএসসির তরফে প্রকাশিত যোগ্যদের তালিকায় শুধুমাত্র মাদ্রাসার প্যারা শিক্ষকদের বাদ দেওয়া বেআইনি, বৈষম্যমূলক ।' বঞ্চিত মাদ্রাসার প্যারা টিচাররা গত ২৮ শে নভেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট এ সংশ্লিষ্ট একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

তবে যথাযথ উত্তর না মেলায় শুক্রবার ফের মুখ্যমন্ত্রী এবং মাদ্রাসা বিষয়ক ও মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা আবদুস সাত্তারের দ্বারস্থ হলেন।

এসএসসির তরফে প্রকাশিত যোগ্যদের তালিকায় নিয়ম অনুযায়ী মাদ্রাসার প্যারা শিক্ষকদের নাম অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ জানান ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতা আবু সুফিয়ান পাইক।

অনেকের দাবি, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্কুলের উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক পদে যদি মাদ্রাস প্যারা টিচাররা যোগ্য হলে, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মাদ্রাসার উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক পদে স্কুলের প্যারা টিচারদের যোগ্য হওয়ার কথা। তাই বিষয়টি এসএসসি'র বিবেচনা করা উচিত।

বঞ্চিত মাদ্রাসার প্যারা টিচারদের প্রতিনিধি দলে এ দিন উপস্থিত ছিলেন, মিরাজ উদ্দিন মন্ডল, সাবিনা ইয়াসমিন, ববিতা কুন্ডু, সেখ আব্দুল গফুর। পাশাপাশি তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্তিত ছিলেন আবু সুফিয়ান পাইক, সেখ নিজামুদ্দিন, দেওয়ান সাবিউল আলম প্রমুখ।

নাবালিকা খুনে প্রেমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দিনটা ছিল রবিবার। বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে বছর ১৭ র নাবালিকা কন্যা প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তিন দিন পর বাড়ির লোকজন থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত প্রেমিককে। দীর্ঘ ২৮ মাস ধরে চলা মামলায় বুধবার আসামিকে দোষী সাব্যস্ত এবং বৃহস্পতিবার যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিল বিচারক।

বছর দু'য়েক আগে ২০২২ সালের ১৪ই আগস্ট বিয়ে করার উদ্দেশ্যে সোনার গহনা সহ নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ১৭ বছরের এক নাবালিকা। তিন দিন ধরে বহু খোঁজাখুঁজি করার পর বাড়ির লোকজন ১৭ই আগস্ট ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তদন্ত ভার যায় থানার সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জীব কুমার দের হাতে। তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রেমিকের সঙ্গে এলাকা ছেড়েছিল সে। ইসলামপুর থানার গোপীনাথপুর গ্রামের আতিকুর রহমান ওরফে ভোলার সঙ্গে শেষবার পমাইপুর এলাকায় দেখা গিয়েছিল ওই নাবালিকাকে। তাদের দু'জনকে লালবাগের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে বিভিন্ন তথ্য। মুর্শিদাবাদ থানার রঞ্জিতপাড়া এলাকায় একটি আইসক্রিম মিলের পাশে কলা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় ওই নাবালিকার পঁচাগলা দেহ। দেহের ময়নাতদন্ত হয় লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল মর্গে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে আসে শ্বাসরোধ করে খুনের কথা। শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া।

সরকারি পক্ষের আইনজীবী মোঃ নাসিম শেখ বলেন, 'বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গহনা এবং নগদ টাকা নিয়ে আসার কথা বলেছিল ওই যুবক। পরে সুযোগ বুঝে নাবালিকাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেয় সে। গহনা বিক্রি করার প্রমাণ মেলে স্বর্ণের দোকানের রশিদ থেকে। ঘটনার ৮৬ দিনের মধ্যে পুলিশ চার্জশিট জমা করে। মোট ১৯ জনের সাক্ষী নেওয়া হয়। দীর্ঘ ২৮ মাস ধরে বিচারপ্রক্রিয়া চলার পর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ২০১, ৩৬৩, ৩৬৫ ধারায় খুন, প্রমাণ লোপাট এবং অপহরণের অভিযোগে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় বুধবার। বৃহস্পতিবার আসামী আতিকুর রহমানকে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন লালবাগ দ্বিতীয় দ্রুত নিষ্পত্তি আদালতের বিচারক ঋষি কেশরী।' সরকারি পক্ষের আইনজীবী আরও বলেন, 'আমরা মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন করেছিলাম খুনের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসির জন্য। আদালত সু-সিদ্ধান্ত মত আসামীর যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে।' অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী শওকত আলী বলেন, 'যে রায় আদালত ঘোষণা করল তা আইন সঙ্গতভাবে আমরা মেনে নিলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। আমার মক্কেল নির্দোষ। এই রায়ের প্রতিপক্ষে আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আশা করি সেখানে এই রায় বহাল থাকবে না।' মৃতার এক আত্মীয় বলেন, 'আমরা আসামীর ফাঁসি চেয়েছিলাম, কিন্তু আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। কিন্তু আসামির সাজা তো হয়েছে, এতেই আমরা খুশি।'

ঘটনার ২৮ মাস পর বিচার পেয়ে মৃত নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের চোখে খুশির জল।

এভারেস্ট জয়ী প্রথম অসামরিক বাঙালি বাঁকুড়ার শুশুনিয়াতে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এভারেস্ট জয়ী প্রথম অসামরিক বাঙালি বাঁকুড়ার শুশুনিয়াতে। হিমালয়ের পর্বতে-পর্বতে, পাথরে-পাথরে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন দেবাশিস বিশ্বাস। ১৯৯৭-এ তাঁর প্রথম শৃঙ্গ জয়, মাউন্ট কামেট। তারপর চৌখাম্বা-১, নন্দাকোট, শিবা, শিবলিং, পানওয়ালিদুয়ার, রুবালকাং শৃঙ্গ জয়। ১৭ মে ২০১০ বসন্ত সিংহ রায় আর দেবাশিস প্রথম অসামরিক বাঙালি হিসেবে মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করেন। এরপর ২০ মে ২০১১ অসামরিক ভারতীয় হিসেবে জয় করেছেন ২৮১৬৯ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা। দেবাশীষ বিশ্বাস এলেন বাঁকুড়াতে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায়। চারদিনের রক ক্লাইম্বিং কোর্সে একদম এক্সপার্ট ট্রেনিং দিতে তিনি হাজির হন শুশুনিয়াতে।

চারটি রক্লাইম্বিং কোর্স রয়েছে। শুশুনিয়া, গোজাবুড়ু, বেরো এবং জয়চন্ডী। তার মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হল শুশুনিয়া। সরকারের ইউথ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে এই কোর্সগুলি করানো হয়। দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন, "রক ক্লাইম্বিং এর জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছু রয়েছে শুশুনিয়াতে। একদম আদর্শ একটি জায়গা।" পাথরের ভূপ্রকৃতি চেনা, ফাটল ধরে কিভাবে উঠতে হয় এবং কিভাবে নামতে হয় সঙ্গে রক ক্লাইম্বিং সম্বন্ধে ক্লাস এবং পরীক্ষা নেওয়া হয় এই কোর্সে। মোট ৩৫ জন "ক্লাইম্বার" শুশুনিয়াতে কোর্স করলেন। শুধুমাত্র পাহাড়ে ওঠাই নয়। পাহাড়ে চড়া ছাড়াও রয়েছে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না হলে, হতে পারে বিবিধ সমস্যা। যারা পাহাড়ে উঠছেন, প্রচন্ড দৈহিক পরিশ্রম প্রয়োজন তাঁদের। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে চড়াই করে উপরে ওঠা খুবই কঠিন একটি কাজ। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ হওয়াটা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করছেন দেবাশীষ বিশ্বাস। সেই কারণে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতাও এই সকল কোর্সের একটি অঙ্গ। এভাবেই বছরের পর বছর রাজ্যের পর্বত আরোহনে একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে শুশুনিয়া পাহাড় মদত জুগিয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূল সংহতি দিবস পালন করল জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার বিকালে জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের কোম্পানীর রাস্তার মোড় থেকে নতুন হাট পর্যন্ত সংহতি দিবস ও প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ২ নং ব্লক সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মন্ডল,কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, ওয়াহিদ মোল্লা সহ আরো অনেকে। এদিন এই মিছিলে বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পা মেলালেন।

নদী ঘাটের ভেসেল থেকে জলে পড়ে গেল মাল বোঝাই চলন্ত গাড়ি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

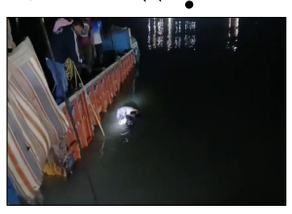

আপনজন: নদী ঘাটের ভেসেল থেকে জলে পড়ে গেল পণ্যবাহী লড়ি। চালকের অসাবধানতার কারণে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ছানা ব্যবসায়ীর। খবর শুনেই ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে যায় রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অল্প সময়ের মধ্যে জলে ডুবুরি নামিয়ে উদ্ধার করা হয় ছানা ব্যবসায়ীর মৃতদেহ। নদীয়ার শান্তিপুর কালনা নৃসিংহপুর ফেরিঘাটের মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় প্রথমে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭:৩০ নাগাদ ওই নদী ঘাটের ভেসেলে একটি ঈট বোঝায় লরি উঠছিল, কিন্তু গাড়িচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় সোজা গিয়ে লরিটি পড়ে নদীর জলে। ছানা ব্যবসায়ী লরির সামনের অংশে থাকাই লরির ধাক্কাতে ভাগীরথী নদীতে সাইকেল নিয়ে পড়ে গিয়ে তলিয়ে যায়, এরপরেই মৃতের আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় ব্যাপক উত্তেজনা, সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, শান্তিপুর বিধানসভার বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীও একই সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। খবর দেও য়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কুইক রেসপন্স টিমকে। অতি দ্রুততার সাথে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডুবুরি নামিয়ে উদ্ধার করে ছানা ব্যবসায়ী কার্তিক ঘোষের মৃতদেহ। অন্যদিকে নদীর জলে পড়ে থাকা ইট বোঝায় লরিটিকে ক্রেনের মাধ্যমে উদ্ধার করার চেষ্টা করে পুলিশ। তবে এ প্রসঙ্গে রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার বলেন, আগামী দিনে এই ফেরি ঘাটে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে করা পদক্ষেপ নেবে পুলিশ প্রশাসন। আর ফেরিঘাটের মালিক পক্ষকে বিশেষ নজরদারি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু, অসহায় পিতার সাহায্যের আর্জি

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: এক বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছে শিশু, আর তার জন্য অসহায় পিতার সাহায্যের আর্জি জানালে চিকিৎসা সহায়তায় ইগয়ে আসার জন্য। জানা গেছে, স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি নামক ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত বারুইপুর, শংকরপুর গাজির হাটের একটি ২ বছরের শিশু। শিশুটির বাবা 'আজিজুল সরদার' জানান, তার একমাত্র ছেলে 'রেজওয়ান সরদার' দুই বছর বয়স হওয়ার পরেও সাধারণ বাচ্চাদের মত ওঠা-বসা, খেলাধুলা ইত্যাদি করতে পারে না। এমন অবস্থায় তিনি শিশুটিকে নিয়ে বেঙ্গালুরু ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান এবং সেখানে এই রোগটি ধরা পড়ে। স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি (এসএমএ) এটি একটি বিরল এবং প্রাণঘটিত জেনেটিক রোগ খুব কম সংখ্যক মানুষের এই রোগ হয়ে থাকে এবং ধীরে ধীরে রুগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ব্যাপটিস্ট হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. অ্যান অ্যাগনস ম্যাথেউ জানিয়েছেন, ওই রোগের ওষুধ ভারতবর্ষে নেই। আমেরিকাতে ওষুধটি পাওয়া যায়। এই রোগের চিকিৎসা করতে ১৬ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। ইতিমধ্যে শিশুটির বাবা 'আজিজুল সরদার' সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। খবর শোনার পর 'স্ট্যান্ড ফর জাস্টিস ফোরাম অব ওয়েস্ট বেঙ্গল নামক একটি সংগঠনের তিনজন প্রতিনিধি (শরীফ রাকেশ আহমেদ, শেখ সাহরাফ, সাজিদ লস্কর) শিশুটির বাড়িতে যান এবং শিশুটির সমস্ত রিপোর্ট তাঁরা খতিয়ে দেখেন। সাজিদ লস্কর জানিয়েছেন শিশুটির সুস্থ করার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি এও বলেছেন সমস্ত চ্যারিটি, ট্রাস্ট, সংগঠন, এনজিও যদি এগিয়ে আসে তাহলে খুব সহজেই শিশুটিকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।

তবে, এই বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুটির বাবা আজিজুল ভেবেই পাচ্ছেন না কিভাবে তিনি এত বিপুল টাকা জোগাড় করবেন। তবুও তিনি সাহয়্যের আশায় দিন গুনছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গরম ঘুগনির মধ্যে পড়ে মৃত্যু হল দেড় বছরের শিশুর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মুরারই থানার ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। গরম ঘুগনির পাত্রে পড়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল দেড় বছরের শিশু আকসাম সেখের। শুক্রবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শিশুটির।

শিশুটির মা মানোয়ারা বেগম জানান, সোমবার তাদের বাড়িতে ঘুগনি রান্না হচ্ছিল। সেই সময় তিনি ঘরের মধ্যে পেঁয়াজ আনতে যান। ফিরে এসে দেখতে পান, ছোট্ট আকসাম গরম ঘুগনির মধ্যে পড়ে গেছে। মুহূর্তেই তাকে উদ্ধার করে প্রাথিক চিকিৎসা করানো হয়। পরে রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চারদিন ধরে লড়াই করেও শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি। এই দুর্ঘটনায় আকসামের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিভিন্ন কাজের টেন্ডার দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরও সদস্য তথা সঞ্চালক এবং তৃণমূল নেতা রাজিব মন্ডল। হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান পুজা হাঁসদার বিরুদ্ধেই একাধিক টেন্ডার নিয়ে অনিয়ম ও স্বজন পোষণের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। শুক্রবার দুপুরে মালদা জেলাশাসকের কাছে দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জমা দিয়েছেন তৃণমূল নেতা রাজীব মন্ডল। বর্তমানে তিনি বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের শিল্প পরিকাঠামো সঞ্চালক পদে কর্মরত রয়েছেন। তার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই পঞ্চায়েত প্রধান টেন্ডার নিয়ে অনিয়ম ও স্বজন পোষণ করছেন।

জীবনতলায় তিন ডাকাত পুলিশের জালে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির পিয়ালী মোল্লাখালি পাড়া থেকে বাবুসোনা রায়, প্রকাশ হালদার, মুজিবর লস্কর নামে তিন ডাকাতকে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গ্রেফতার করে গ্রেফতার করে জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর গত ২৪ নভেম্বর ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকজন ডাকাত একটি চার চাকার বোলেরো গাড়ি করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দিন হালদার পাড়া থেকে তিন ডাকাতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে আরো তিন ডাকাতকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আল-ইত্তিহাদের নজরে রাফিনিয়া, রেকর্ড চুক্তির পরিকল্পনা

আপনজন ডেস্ক: রোনাল্ডো, নেইমার এবং বেনজেমাদের মতো তারকাদের আগেই দলে ভিড়িয়েছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবগুলো। এবার রেকর্ড পারিশ্রমিকে বার্সেলোনার ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়াকে চায় লিগটির অন্যতম শীর্ষ ক্লাব আল-ইত্তিহাদ।
আগামী গ্রীষ্মের ট্রান্সফার উইন্ডোতে আল-ইত্তিহাদ রাফিনিয়াকে তাদের দলে ভেড়াতে চায় বলে খবর প্রকাশ করেছে ট্রান্সফার উইন্ডোর অন্যতম শীর্ষ সংবাদমাধ্যম ফিচাহেজ। খবরে তারা জানিয়েছে, রেকর্ড চুক্তির মাধ্যমে রাফিনিয়াকে দলে ভেড়ানোর লক্ষ্যে রয়েছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-ইত্তিহাদ।
এই ব্রাজিলিয়ানকে বিশ্বের সবচেয়ে খেলোয়াড় করতে চায় তারা। তবে টাকার অঙ্ক জানাতে পারেনি তারা। জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতেও চেষ্টা চালাবে দলটি। তবে রাফিনিয়ার মতো তারকা খেলোয়াড়দের মৌসুমের মাঝে পাওয়া অসম্ভবই।
যে কারণে গ্রীষ্মেই বড় প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে পারে তারা।
৫৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে ২০২২ সালের জুলাইয়ে পাঁচ বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনায় যোগ দেন রাফিনিয়া। গত মৌসুমটা সুবিধা করতে না পারলেও এই মৌসুমে দারুণ কাটছে তার। ২১ ম্যাচেই করেছেন ১৬টি গোল। সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ১০টি।
গত বছর রিয়াল মাদ্রিদ থেকে করিম বেনজেমাকে দলে নেয় আল-ইত্তিহাদ। তবে প্রত্যাশিত সাফল্য মিলেনি। প্রায় সব শিরোপাই গিয়েছে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব আল-হিলালের ঘরে। তবে চলতি মৌসুমে দারুণ খেলছে আল-ইত্তিহাদ।
প্রো লিগের ১২ রাউন্ড শেষে শীর্ষে আছে তারা। তবে শীর্ষস্থান মজবুত করতে এরমধ্যেই শক্তি বাড়ানোর দিকে তাগিদ দিচ্ছে ক্লাবটি।

মেসিদের ম্যাচ দিয়েই মাঠে গড়াবে ক্লাব বিশ্বকাপের নতুন আসর

আপনজন ডেস্ক: ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের গত ২০ আসরের মধ্যে এবারের প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ৩২ দলের অংশগ্রহণে এবারের ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই যেনো আরেক বিশ্বকাপ উন্মাদনা। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠান। আগামী বছরের ১৫ই জুন উদ্বোধনী ম্যাচে মেসির ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে লড়বে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন্স লীগের শিরোপা জয়ী সৌদি ক্লাব আল আহলি।
বৃহস্পতিবার মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হয় ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের এবারের আসরের ড্র। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ফুটবলার আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো। ড্রয়ের আগের টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন করেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো ও ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনাল্ডো লিমা। অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরুর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুভকামনা জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা পাঠান। সেখানে ট্রাম্প বলেন, 'এটি অবিশ্বাস্য একটি আসর হতে যাচ্ছে। আমি সেখানে থাকার চেষ্টা করবো।' ফিফা সভাপতিকে নিয়ে ট্রাম্প বলেন, সে প্রেসিডেন্ট, আমিও প্রেসিডেন্ট। আমরা পরস্পরের দীর্ঘদিনের পরিচিত। তার সঙ্গে এমন সম্পর্ক থাকায় আমি গর্বিত।' সেখানে ফিফা সভাপতি বলেন, 'এটি মূলত অন্তর্বর্তীমূলক একটি ব্যাপার। আমার লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী ক্লাবগুলোকে একত্রে নিয়ে আসা।

ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেট লিগে সেমিফাইনালে উঠল ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়
আপনজন: ঝাড়খন্ডের বি ডিভিশন ক্রিকেট লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ঝাড়খন্ডের আরিয়ান ক্রিকেট একাডেমি কে হারায় ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। চ্যাটার্জি গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাট করে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে। জবাবে আরিয়ান ক্রিকেট একাডেমি ১৫০ রানে সব কটি উইকেট হারিয়ে পরাজয় নিশ্চিত করে।
ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি হয়ে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন কিশোর। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন আপতারুল। ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন রিজওয়ান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২ টি করে উইকেট নেন কিশোর এবং আসিফ।
ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির মূল প্রশিক্ষক আবু বক্কার মোল্লা আপনজন প্রতিনিধি কে বলেন, আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হল ফাইনালে পৌঁছানো। সর্বশেষ লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্যে ফেরা।

জ্বললেন গোলাপি বলের রাজা স্টার্ক, নিষ্প্রভ কোহলিরা

আপনজন ডেস্ক: অ্যাডিলেড টেস্ট (প্রথম দিন শেষে)
ভারত ১ম ইনিংস: ৪৪.১ ওভারে ১৮০।
অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৩৩ ওভারে ৮৬/১।
কি ভাই, একটু বেশিই স্লো বল? প্রশ্নটি কি যশস্বী জয়সোয়ালকে করেছেন মিচেল স্টার্ক! পার্থে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রানের ইনিংস খেলা জয়সোয়াল স্টার্ককে স্লেজিং করেছিলেন এই বলে—একটু বেশিই স্লো বল! স্টার্ক তখন বলেছিলেন, ভারতীয় ওপেনারের কথা তিনি শোনেনি। তা সেই সময় শুনুন আর না-ই শুনুন, মাত্র ১৫ টেস্ট খেলা ২২ বছর বয়সী একজন ব্যাটসম্যানের তাঁর বোলিং নিয়ে কী ধারণা, সেটা তো জেনে গেছেন স্টার্ক।
অ্যাডিলেডে ক্যারিয়ারের ৯১তম টেস্ট খেলতে নামা স্টার্কের অহমে ধাক্কা না লেগে পারে না! এ কারণেই হয়তো স্টার্ক জবাবটা দিলেন অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম বলেই, দুর্দান্ত এক সুইঙ্গিং ডেলিভারিতে জয়সোয়ালকেই এলবিডব্লু করে। উইকেটটি পাওয়ার পর উদ্‌যাপনও বেশ অনেকক্ষণ ধরে করেছেন স্টার্ক। সেটা হতে পারে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে সর্বোচ্চ তিনবার টেস্টের প্রথম বলে উইকেট নিতে পারায়। এর আগে এই কীর্তি ছিল শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেসার পেদ্রো কলিন্সের। তিনি অবশ্য একজন ব্যাটসম্যানকেই তিনবার প্রথম বলে আউট করেছেন, সেই ব্যাটসম্যান বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার হান্নান সরকার। জয়সোয়ালকে স্টার্ক কিছু বলেছেন কি না, তা পরেই জানা যাবে। তবে প্রথম বলেই তাঁর জয়সোয়ালকে ফেরানো নিয়ে স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন এই সিরিজে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার, 'একটা জিনিস আমি খুব অল্প বয়সেই বুঝেছি, শেষ হাসিটা বোলাররাই হাসে। আপনি তো আউট হবেনই... এখানেও মিচেল স্টার্কই শেষ হাসি হাসল।' শুধু জয়সোয়ালের সঙ্গে দ্বৈরথে শেষ হাসি হাসাই নয়, স্টার্ক আসলে টেস্টের প্রথম বলটি দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন পুরো দিনের সুর। এমনকি এ বলটা অ্যাডিলেড টেস্টেরই মূল আলাপের বিষয় হয়ে যেতে পারে। এমনিতে স্টার্ককে

অনেকেই বলেন গোলাপি টেস্টের বোলিং-রাজা। সেটা তাঁর পারফরম্যান্সের কারণেই। অ্যাডিলেডে ক্যারিয়ারের ৯১তম টেস্ট খেলতে নেমেছেন স্টার্ক। এর মধ্যে ১৩টি টেস্ট তিনি খেলেছেন গোলাপি বলে। ১৭.৮১ গড়ে নিয়েছেন ৭২ উইকেট। সেরা ৪৮ রানে ৬ উইকেট, এটা তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিংও। আর গড়? ক্যারিয়ারের গড়ের চেয়ে বেশি ভালো। ৯১ টেস্টে ২৭.৫৩ গড়ে তিনি মোট উইকেট নিয়েছেন ৩৬৭টি।
প্রথম বলে উইকেট হারানো ভারতের ইনিংসকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেন লোকেশ রাহুল ও শুবমান গিল। কিন্তু গোলাপি বলের রাজা জ্বলে উঠলে কারই-বা কী করার থাকে। রাহুলকে ফিরিয়ে তিনি ভাঙলেন ৬৯ রানের জুটি। রাহুল অবশ্য স্কট বোলান্ডের বলে আগেই আউট হতে পারতেন। ৩৭ রান করে আউট হওয়া রাহুল যখন রানে ছিলেন, বোলান্ডের বলে প্রথম স্লিপে তাঁর ক্যাচ ছেড়েছেন উসমান খাজা।
রাহুলের পর দ্রুতই বিরাট কোহলিকেও তুলে নেন স্টার্ক। ৭৭ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় ভারত। এরপর বোলান্ড ৬ রানের মধ্যে গিল ও রোহিত শর্মাকে ফেরালে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৫ উইকেটে ৮৭ রান। ঋষভ পন্ত পাল্টা আক্রমণকে অস্ত্র বানাতে গিয়েও পারেননি, আউট হয়ে ফিরেছেন ৩৫ বলে ২১ রান করে। পন্ত যেটা পারেননি, সেটাই করে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন নীতীশ কুমার। তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৫৪ বলে ৪২ রান করেও অবশ্য ভারতের রানটা দুই শতে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি।
সেটা হয়নি 'লেজ ছেঁটে ফেলায়' বিশেষজ্ঞ স্টার্ক শেষ দিকে আবার জ্বলে ওঠায়। ইনিংসের ৩৯তম ওভারে এসে তিনি ফেরান ২২ বলে ২২ রান করা রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও হর্ষিত রানাকে। এরপর কামিন্স এসে বুমরাকে তুলে নেওয়ার পর নীতীশ কুমারকে ফিরিয়ে শুরুর মতো শেষটাও করেন স্টার্ক।
ভারতের ব্যাটিং লাইনআপকে স্টার্ক এলোমেলো করে দেওয়ার পর আলোচনা ছিল একটাই—বুমরাকে কীভাবে সামলাবেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা। বিশেষত কথা হচ্ছিল মারনাস লাবুশেনকে নিয়ে। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫২ বলে ২ রান করে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৩ রান। এর পর থেকেই সমালোচকদের আতশ কাচের নিচে তাঁর ব্যাটিং। সর্বশেষ ১০ ইনিংসে মাত্র ১২৩ রান করেছেন লাবুশেন। এর মধ্যে আবার ৯০ রান এসেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মার্চে এক ইনিংস থেকে। এ বছর টেস্টে তাঁর গড় এখন পর্যন্ত ২৪.৫০, আগের বছর ছিল ৩৪.৯১। ২০২৩ সালের আগের চার বছর এই লাবুশেনেরই গড় ছিল ৬০-এর ওপরে!
তবে দিবারাত্রির টেস্টের প্রথম দিনের শেষবেলায় বুমরাকে ভালোই সামলেছেন লাবুশেন। বুমরা অবশ্য দ্রুতই ফিরিয়েছেন খাজাকে। ৩৫ বলে ১৩ রান করে তিনি আউট হয়েছেন দলের ২৪ রানে। এরপর আর কোনো উইকেট পড়তে না দিয়ে ১ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে পিছিয়ে আছে তারা ৯৪ রানে। ম্যাকসোয়েনি ৩৮ ও লাবুশেন ২০ রান নিয়ে উইকেটে আছেন। বুমরা অবশ্য আরও একটি উইকেট পেতে পারতেন; কিন্তু ৩ রানে নাথান ম্যাকসোয়েনির ক্যাচ ছেড়েছেন উইকেটকিপার পন্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব মিলিয়ে এই নিয়ে বুমরার বলে নয়টি ক্যাচ ছেড়েছেন উইকেটকিপাররা। এর মধ্যে আটটিই ছেড়েছেন পন্ত।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত ১ম ইনিংস: ৪৪.১ ওভারে ১৮০ (নীতীশ ৪২, রাহুল ৩৭, গিল ৩১, অশ্বিন ২২, পন্ত ২১; স্টার্ক ৬/৪৮, কামিন্স ২/৪১, বোলান্ড ২/৫৪)।
অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৩৩ ওভারে ৮৬/১ (খাজা ১৩, ম্যাকসোয়েনি ৩৮*, লাবুশেন ২০*; বুমরা ১/১৩, সিরাজ ০/২৯, হর্ষিত ০/১৮, নীতিশ কুমার ০/১২, অশ্বিন ০/০)।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিসহ আগামী ৩ বছর হাইব্রিড মডেলে

আপনজন ডেস্ক: শুধু চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নয়, আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আইসিসির সব প্রতিযোগিতা হাইব্রিড মডেলেই হবে। আইসিসির এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই এমনটাই জানিয়েছে।
আইসিসির এক কর্মকর্তা পিটিআইকে বলেছেন, 'সব বোর্ডের কর্মকর্তারাই হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়েছেন। যে কারণে পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হবে।
ভারত নিজেদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবে। এটা দুই পক্ষের জন্যই উইন-উইন।' প্রথমে হাইব্রিড মডেল মেনে না নিলেও পরে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ভারতের সব টুর্নামেন্টও হাইব্রিড মডেলে আয়োজনের শর্তে মেনে নিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু সেটা ২০২৭ সাল পর্যন্ত মানা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ভারত মেয়েদের এক দিনের

বিশ্বকাপ এবং ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। শর্ত সাপেক্ষে পাকিস্তান ভারতে খেলতে আসবে না। ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে আয়োজক দেশ হিসেবে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ফলে পাকিস্তানের ম্যাচগুলো সে দেশে দেওয়া হতে পারে।

হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ
আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের পরিচালনায় ও শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তঃমহাবিদ্যালয় পুরুষদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল অশোকনগরের শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে তারা ১০-৮ গোলে বাণীপুরের পি.জি.জি.আই.পি.ইকে পরাজিত করে। এই নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় এবছর এখনও পর্যন্ত ৬টি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। এর আগে সেমিফাইনালে পি.জি.জি.আই.পি.ই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ১৩-১২ গোলে দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়কে এবং শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় ১৫-২ গোলে এ.পি.সি কলেজকে পর্যুদস্ত করে ফাইনালে ওঠে। সকালে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। স্পোর্টস বোর্ডের ডিরেক্টর অধ্যাপক অনির্বাণ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের পর জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্পোর্টস কোটায় যাতে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। অধ্যক্ষ সুব্রত চ্যাটার্জী মহাবিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি জানান, সারাবছর নিবিড় অনুশীলন ও শিক্ষক বিশ্ববন্ধু নায়েকের নিরলস প্রচেষ্টায় তাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খেলায় প্রতিবছর ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে। এদিন আরও উপস্থিত ছিলেন এই খেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজার্ভার তথা হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন ও বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

অসংখ্য সুযোগ মিস করে আবার হার মহামেডানের

মহামেডান-০
পাঞ্জাব এফসি-২ (লুকা মাজসেন,মিরজালক)

মোস্তাফিজুর রহমান ● দিল্লি
আপনজন ডেস্ক: এ যেন সেই ইঁদুর আর বিড়ালের নীতিগল্প! যেখানে ইঁদুরেরা সংকল্প করে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হবে,তাহলে ঘন্টার আওয়াজে সবাই পালাবে। কিন্তু গল্পের নীতিবাক্য ছিল; 'বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে?'।
মহামেডানও প্রতি ম্যাচের আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে জয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়,আত্মবিশ্বাসের গল্প শোনায়।কিন্তু মাঠে বিগ জিরো। আসলে নীতি গল্পের মতো এখানেও একটাই প্রশ্ন- মহামেডানে গোলটা করবে কে?
মানজোকি চরম ব্যর্থ।ফাঁকা গোলে বলে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ।
রেমসাঙ্গা দু'দুটো ওপেন চান্স মিস করলো। ফ্রাঙ্কা কোনদিই স্ট্রাইকার ছিল না। অ্যালেক্সিস,কাশিমভদের দিশাহীন শট মহামেডানকে আরো অন্ধকারে ঠেলে দিলো।
তবে মহামেডান মিস করলে,প্রতিপক্ষ তো আর বসে থাকবে না! স্বদেশী খেলোয়াড় সম্পন্ন মহামেডান ডিফেন্সকে মাটি ধরিয়ে দিলেন লুকা,মিরজালকরা। ৫৮ মিনিটে অমরজিতের মিস ক্লিয়ারেন্স জালে পাঠান লুকা মাজসেন। ৬৬ মিনিটে মাঝমাঠে মহামেডান খেলোয়াড়ের ভুল পাস ধরে পাঞ্জাবকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন মিরজালক।এছাড়াও বার দুয়েক পাঞ্জাব ফরোয়ার্ডদের শট পোস্ট কাঁপিয়ে ফিরে আসে।নতুবা দিল্লিতে আরো বড় লজ্জা অপেক্ষা করেছিল মহামেডানের জন্য। আপাতত ১০ ম্যাচের ৭ টি'তে হেরে লিগ টেবিলের তলানিতে অস্ত যাচ্ছে মহামেডান সূর্য। সমর্থকরা হাপিত্যেশ করে বসে আছে জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোর জন্য, যদি কর্মকর্তারা একটা ভালো গোলগেটার এনে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দূর করেন!

আইএসএলে আজ চেন্নাইয়ের মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল এফসি

আপনজন ডেস্ক: শনিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০২৪-২৫ চলাকালীন চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু ইনডোর স্টেডিয়ামে চেন্নাইয়িন এফসি এবং ইস্ট বেঙ্গল এফসি মুখোমুখি হতে চলেছে। উভয় দলই এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাদের অবিরাম প্রচেষ্টা জোরদার করতে চায়। ইস্টবেঙ্গল এফসি, বর্তমানে আটটি ম্যাচ থেকে চার পয়েন্ট নিয়ে স্কোর টেবিলের শেষ অবস্থানে রয়েছে। চেন্নাইয়িন এফসি ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট অর্জন করে স্ট্যান্ডিংয়ে নবম স্থানে রয়েছে। চেন্নাইয়িন এফসি তাদের আগের দুটি আইএসএল ম্যাচে কলকাতার দলগুলির বিরুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে, উভয়ই একই ০-১ ফলাফলে শেষ হয়েছে, বিশেষ করে ৩০ নভেম্বর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ২৬ সেপ্টেম্বর মোহামেডান এসসির বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গল এফসি তাদের রক্ষণাত্মক শক্তিকে তুলে ধরে এই মরসুমে প্রথমবারের মতো টানা ক্লিন শিট অর্জন করেছে। উভয় দলের লক্ষ্য এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাদের পারফরম্যান্স উন্নত করা, তাৎপর্যপূর্ণতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের বর্তমান প্রচারাভিযানে ইতিবাচক গতি অর্জন করা। আনোয়ার আলি একজন শীর্ষ পারফর্মার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, এই মৌসুমে তিনটি খেলায় আটটির বেশি রেকর্ড করেছেন, স্টিফেন ইজে এবং অ্যালেক্স সাজির সাথে সর্বোচ্চ স্কোর টাই করেছে।

চেন্নাইয়িন এফসির প্রধান কোচ ওয়েন কোয়েল তার আস্থা প্রকাশ করেছেন যে তার দল তাদের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আসন্ন অভিযানে সফল হওয়ার জন্য একটি আদর্শ অবস্থানে রয়েছে।
ইস্টবেঙ্গল এফসি প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজন বলেছেন যে ম্যাচের অবস্থান একটি ফ্যাক্টর হওয়া উচিত নয়, কারণ তিনি মেরিনা মাচানদের সামগ্রিক শক্তিতে মনোনিবেশ করতে পছন্দ করেন। তার মতে একটি শক্তিশালী কোচের সাথে একটি দুর্দান্ত দল, যারা লিগের শীর্ষ তিন কোচের মধ্যে রয়েছে।

বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতা: কার কাছে জায়গা হারাচ্ছেন রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আট বছর পর আবারও এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে বছর শেষ করেছিলেন। সে বছর রোনাল্ডো গোল করেন ৫৪টি। এর আগে ২০১৫ সালে ৫৭ গোল করে শীর্ষে থেকে বছর শেষ করেছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তবে পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, গত বছরের পারফরম্যান্সকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই রোনাল্ডোর। চলতি বছর এখন পর্যন্ত তাঁর গোল সংখ্যা ৫০ ম্যাচে ৪২টি। এ বছর আর মাত্র একটি ম্যাচ খেলবেন রোনাল্ডো। আজ সৌদি প্রো লিগে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে মাঠে নামবেন আল নাসর তারকা। এ বছর আর কোনো ম্যাচ নেই রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসর এবং তাঁর জাতীয় দল পর্তুগালের।
আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করলেও রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা হবে ৪৫। তাই গত বছরের গোল সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই তাঁর। এ কারণে অখ্যাত ভিক্টর গয়োকেরেসের চেয়ে গোল সংখ্যায় পিছিয়ে থেকেই বছর শেষ করতে হবে রোনাল্ডোকে। স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে দারুণ ছন্দে থাকা গয়োকেরেস চলতি মৌসুমে ফুটবলের অন্যতম এক আবিষ্কার। লিসবনের হয়ে একের পর এক ম্যাচে গোল করছেন সুইডিশ স্ট্রাইকার। চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পথে করেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। সব মিলিয়ে ৫১ ম্যাচে তাঁর গোল ৫০। এ বছর আরও চার ম্যাচ আছে গয়োকেরেসের সামনে। এই

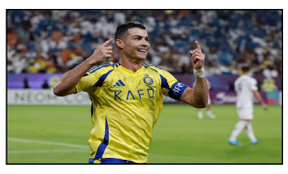

ম্যাচগুলোতে নিজের পরিসংখ্যানকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ আছে তাঁর। যে কারণে অন্য কারও পক্ষে গয়োকেরেসকে ছাড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**